Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmrbbd@gmail.com

Poush 20, 1430 Bangla, January 04, 2024, Thursday, No. 04, 54th year

H I G H L I G H T S

President Mohammed Shahabuddin casts vote through postal ballot in 12th JS poll - urging everyone to cast vote, he says, voting is the most acceptable method in electing leadership democratically. (R. Today: 15, Jago FM: 17)

PM and AL President Sheikh Hasina says, people will have to respond to arson terrorism and mischief of BNP-Jamaat through casting votes in election on January 7. (Jago FM: 18)

AL GS Obaidul Quader says, being failed in the movement BNP-Jamaat are distributing leaflets now - adds, people have boycotted their negative political programs, sabotage and blockade. (VOA:11, Jago FM: 19)

Referring to the law and reason for the imprisonment of Dr. Muhammad Yunus, Foreign Minister Dr. AK Abdul Momen says, the court delivered the verdict against Nobel laureate economist because he cheated with the workers. (DW: 14)

EC Rasheda Sultana comments, action will be taken when ever violence will be carried out centering 12th JS poll - army has been deployed to improve environment so that everyone can vote freely and fairly. (R. Today: 16, Jago FM: 18)

JP Chairman GM Quader comments, voters are in doubt about credible election - his party participated in election due to EC's pledge of holding fair election but commitment is being vilolated in some places. (R. Today: 15, Jago FM: 19)

BNP leader Rizvi urges countrymen to boycott January 7 election by not going to polling centres - adds, govt. further wants to hold one-sided elections to loot more money and smuggle the money abroad. (R. Today: 16)

Police arrests 8 BNP activists from its leaflet distribution program for boycotting and non-cooperation movement in Barishal - party leaders claim 10-15 BNP men have been injured in baton charge of police. (VOA: 12)

This year's election expenditure will be more than double compared to previous one as 2-day honorarium will be given to presiding and polling officers including other officials in the JS poll in BD. (BBC: 5)

Since coming to power, AL govt has launched a new slogan called 'Development Democracy' - many think AL is pushing 'democracy' back and bringing issue of 'development' to front through this slogan. (BBC: 4)

Debates are going on in social media about RAJUK's plot allocation - RAJUK says, plots are allocated following specific policies, but urban planners say, questions raise on plots allocation under the govt. quota as recommendation gets priority in most cases. (BBC: 6,7)

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
পৌষ ২০, ১৪৩০ বাংলা, জানুয়ারি ০৪, ২০২৪, বৃহস্পতিবার, নং- ০৪, ৫৪তম বছর

শিরোনাম

পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন - সকলকে ভোট প্রদানের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নেতৃত্ব নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভোটই হচ্ছে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি। (রে. টুডে: ১৫, জাগো এফএম: ১৭)

আগামী ৭ জানুয়ারি ভোটের মাধ্যমে বিএনপি-জামায়াতের আগুন সন্ত্রাস ও দুর্বৃত্তায়নের জবাব দিতে হবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনা । (জাগো এফএম: ১৮)

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন, বিএনপি-জামায়াত আন্দোলনে ব্যর্থ হয়ে এখন লিফলেট বিতরণ করছে - তাদের নেতিবাচক কর্মসূচি, নাশকতা, অবরোধ জনগণ অগ্রাহ্য করেছে বলেও জানান তিনি। (ভোয়া: ১১, জাগো এফএম: ১৯)

ডক্টর মুহাম্মদ ইউনূসের কারাদণ্ডের বিষয়ে আইন এবং শাস্তির কারণ উল্লেখ করে পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ শ্রমিকদের ঠকিয়েছেন বলেই আদালত তাঁর বিরুদ্ধে এ রায় দিয়েছে। (ডয়চে ভেলে: ১৪)

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যেখানে সহিংসতা হবে সেখানেই নির্বাচন কমিশন অ্যাকশনে যাবে বলে মন্তব্য করেছেন নির্বাচন কমিশনার রাশেদা সুলতানা। পরিবেশ সুন্দর করার জন্য ও সবাই যাতে অবাধ ও সুষ্ঠভাবে ভোট দিতে পারে সে জন্যই সেনাবাহিনী নামানো হয়েছে। (রে. টুডে: ১৬, জাগো এফএম: ১৮)

নির্বাচন সুষ্ঠু হওয়া নিয়ে ভোটাররা সংশয়ে আছেন বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের - নির্বাচন কমিশনের সুষ্ঠু নির্বাচনের অঙ্গীকারের প্রেক্ষিতে তার দল নির্বাচনে অংশ নিয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ইতোমধ্যে কিছু কিছু জায়গায় এর ব্যত্যয় ঘটছে। (রে. টুডে: ১৫, জাগো এফএম: ১৯)

ভোট কেন্দ্রে না গিয়ে দেশের জনগণকে ৭ জানুয়ারির নির্বাচন বর্জন করার আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপি নেতা রুহুল কবীর রিজভী - বলেন, সরকার আরো বেশি টাকা লুট করতে এবং বিদেশে টাকা পাচার করতে আবারও একতরফা নির্বাচন করতে চায়। (রে. টুডে: ১৬)

নির্বাচন বর্জন ও অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে বরিশালে বিএনপি'র লিফলেট বিতরণী কর্মসূচি থেকে আটজন নেতাকর্মীকে আটক করেছে পুলিশ - পুলিশের লাঠিচার্জে ১০-১৫ জন নেতাকর্মী আহত হয়েছেন বলে দাবি নেতাদের। (ভোয়া: ১২)

বাংলাদেশের সংসদ নির্বাচনের ইতিহাসে এবারই প্রথম প্রিজাইডিং ও পোলিং অফিসারসহ নির্বাচনের কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের দু'দিনের সম্মানী ভাতা দেয়া হবে বলে আগের নির্বাচনের তুলনায় এবার ব্যয় হচ্ছে দ্বিগুণেরও বেশী অর্থ (বিবিসি: ৫)

আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে 'উন্নয়নের গণতন্ত্র' নামে নতুন এক শ্লোগান চালু করেছে। অনেকে মনে করেন, 'উন্নয়নের গণতন্ত্র' শ্লোগানের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ সরকার 'গণতন্ত্রকে' পেছনে ঠেলে দিয়ে 'উন্নয়নের' বিষয়টিকে সামনে আনতে চাইছে । (বিবিসি: ৪)

সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে রাজউক এর প্লট বরাদ্দ পাওয়া নিয়ে চলছে বেশ আলোচনা ও বিতর্ক - রাজউক জানায়, নীতিমালা মেনেই প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়ে থাকে । আর নগর পরিকল্পনাবিদরা বলছেন, সরকারি কোটার আওতায় যেসব প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেগুলোতে সুপারিশের বিষয়টি প্রাধান্য পায় বলে বরাবরই সেটি নিয়ে প্রশ্ন থাকে । (বিবিসি: ৬,৭)

বিবিসি

বাংলাদেশের নির্বাচনে সেনাবাহিনী কী কাজ করে

বাংলাদেশে আগের সব জাতীয় নির্বাচনের মতো এবারও নির্বাচনের সময় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সামাল দিতে বেসামরিক প্রশাসনের সহায়তায় সক্রিয় থাকবে সেনাবাহিনী। তেসরা জানুয়ারি থেকে দশই জানুয়ারি পর্যন্ত তিনশো নির্বাচনী আসনের সবকটিতেই সেনাবাহিনীর উপস্থিতি থাকবে বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন । নির্বাচনকে ঘিরে পুলিশ, আনসার, র‍্যাব, বিজিবি'র মতো বাহিনীগুলোর সাথেই দায়িত্ব পালন করবে সেনাবাহিনী। অতীতেও নির্বাচনের সময় বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা করতে সেনাবাহিনী 'স্ট্রাইকিং ফোর্স' হিসেবে কাজ করেছে । স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, নির্বাচনকে ঘিরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বেসামরিক বাহিনীগুলো সক্রিয় থাকার পরও কেন সেনাবাহিনীকে নির্বাচনের দায়িত্ব পালন করার জন্য আহ্বান করা হয়? তাদের দায়িত্বের আওতাই বা কতটুকু? নির্বাচন কমিশন বলছে, 'স্থানীয় বেসামরিক প্রশাসনকে' সহায়তা করার জন্য 'ইন এইড টু সিভিল পাওয়ার'-এর আওতায় সশস্ত্র বাহিনীকে নির্বাচনী দায়িত্বে মোতায়েন করা হবে । "রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসারের সাথে পরামর্শ করে স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে সেনাবাহিনী", বলছিলেন নির্বাচন কমিশন সচিব জাহাঙ্গীর আলম । "তারা (সেনাবাহিনী) নির্বাচনী আসনের বিভিন্ন নোডাল পয়েন্টে অবস্থান করবে। কোনও সংকটের ক্ষেত্রে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে সঙ্গে নিয়ে তারা ঘটনাস্থলে যাবে। এরপর নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশ অনুযায়ী তারা কাজ করবে", জানাচ্ছেন তিনি । কোন আসনের কোথায় এবং কতগুলো 'নোডাল পয়েন্ট' থাকবে, তা নির্ধারণ করবেন আসন সংশ্লিষ্ট স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তারা। রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, পুলিশ সুপার সহ স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তারা নির্ধারণ করবেন সেনাবাহিনী কোথায় অবস্থান করবে ।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নির্বাচনী আসনগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ, অতি গুরুত্বপূর্ণ ও সাধারণ – এই তিন ভাগে ভাগ করেছে । ভোট কেন্দ্রে বড় ধরনের গোলযোগ যদি পুলিশ বা স্থানীয় প্রশাসন সামাল দিতে না পারে তখন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে সেনাবাহিনী ঘটনাস্থলে যাবে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশ অনুযায়ী সেখানে পদক্ষেপ নেবে । সিআরপিসি'র দণ্ডবিধি অনুযায়ী ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে ঘটনাস্থলে সেনাবাহিনী বল প্রয়োগ থেকে শুরু করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারবে । উদাহরণ হিসেবে তিনি বলছিলেন, "যদি ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার একটি রাস্তা কেউ বন্ধ কর রাখে, তাহলে ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে সেনাবাহিনী সেখানে যাবে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে বুঝিয়ে বা বল প্রয়োগ করে সেখানকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার ব্যবস্থা করবে।"

আইন অনুযায়ী, নির্বাচনের সময় সেনাবাহিনীর সাথে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট থাকায় ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে তারা প্রয়োজনে কোনো ব্যক্তিকে গ্রেফতার করতে পারে । তবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নিয়োজিত থাকলেও সেনাবাহিনী কোনও ঘটনায় মামলা করতে পারবে না বলে জানান নির্বাচন কমিশন সচিব মি. আলম ।

এবারের নির্বাচনে সব রাজনৈতিক দল অংশ নিচ্ছে না বলে অন্যান্য বারের তুলনায় সহিংসতার সম্ভাবনা কম বলে ধারণা করা হচ্ছে। কাজেই নির্বাচনে সেনাবাহিনী মোতায়েন করার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেক নির্বাচন পর্যবেক্ষক ও বিশ্লেষক । আবার অনেক বিশেষজ্ঞের মতে, অন্য যে কোনও নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে ধরনের পদক্ষেপ নেয়া হত, কমিশন সেরকমভাবেই নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে । সাবেক নির্বাচন কমিশনার বিগ্রেডিয়ার সাখাওয়াত হোসেন বলছিলেন, "সেনাবাহিনী মোতায়েনের প্রয়োজন আছে না নাই সেটি এখানে বিষয় নয়। সব দলের অংশগ্রহণে নির্বাচন হলে কমিশন যা যা করতো, ঠিক তাই করছে এই নির্বাচনের ক্ষেত্রেও।" পাশাপাশি, সাবেক এই নির্বাচন কমিশনার মনে করছেন যে নির্বাচনের পূর্ণ প্রস্তুতি নেয়ার মাধ্যমে কমিশন আন্তর্জাতিক পক্ষগুলোকেও একটি বার্তা দিতে চাইছে ।

"এই নির্বাচনকে ঘিরে নির্বাচন কমিশনের ওপর যে আন্তর্জাতিক চাপ রয়েছে, তা সিইসি নিজেই বলছেন। হয়তো তারা আন্তর্জাতিক পক্ষগুলোকে বলার চেষ্টা করছেন যে সাংবিধানিক স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে আমাদের দায়িত্ব আমরা সব সতর্কতা মেনে পালন করেছি। তারা হয়তো একটা বার্তা দিতে চাচ্ছেন যে, সংবিধান অনুযায়ী আমরা আমাদের কাজে গাফিলতি করি নাই", বলছিলেন সাখাওয়াত হোসেন । অর্থাৎ, নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায় থেকে যেন সমালোচনা বা প্রশ্ন তৈরি না হয়, তা নিশ্চিত করতে কমিশন যথাযথ প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে মনে করেন মি. হোসেন । তার মতে, নির্বাচনে সেনাবাহিনী মোতায়েনের আরেকটি বড় কারণ বাংলাদেশের মানুষের কাছে সেনাবাহিনীর 'ভাবমূর্তি' ।

বাংলাদেশের মানুষ সেনাবাহিনীকে 'নিরপেক্ষ' বাহিনী হিসেবে মনে করে এবং তাদের উপস্থিতিতে মানুষ 'নিরাপত্তার বিষয়ে আস্থা' পায় বলে মন্তব্য করেন তিনি । এছাড়া প্রতিবেশী দেশগুলোর বিচারে বাংলাদেশে কোনো রিজার্ভ ফোর্স না থাকার কারণে নির্বাচনের মত গুরুত্বপূর্ণ সময়ে সেনাবাহিনী মোতায়েন জরুরি হয়ে পড়ে বলে মনে করেন তিনি ।

"ভারতে সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ, সিআরপি নামে আলাদা ফোর্স আছে। নির্বাচনের সময় তারা প্রাদেশিক পুলিশের চেয়ে বেশি ক্ষমতা রাখে এবং তারা সরাসরি নির্বাচন কমিশনের অধীনে চলে আসে। কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে পুলিশ ফোর্স

নির্বাচন পরিচালনাকারী সরকারের অধীনে থাকে।" তাই এরকম পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর 'রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত' এবং 'নিরপেক্ষ' ভাবমূর্তির জন্যই তাদের নির্বাচনী দায়িত্বে মোতায়েন করা হয় বলে বলছিলেন মি. হোসেন। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম নির্বাচন থেকেই নির্বাচনকে ঘিরে সেনাবাহিনী মোতায়েনের রেওয়াজ চলে আসছে। ১৯৭৩ সালের নির্বাচন থেকে বাংলাদেশে সেনাবাহিনী মোতায়েনের চল শুরু হয়েছে বলে বলছিলেন ব্রিগেডিয়ার সাখাওয়াত হোসেন। "১৯৭৩ সালের নির্বাচনে বেশি সংখ্যক পুলিশ ছিল না। অন্যান্য বাহিনীতেও যথেষ্ট পরিমাণ সদস্য ছিল না। তাই জনবল বাড়ানোর জন্য সেসময় সেনাবাহিনীকে ডাকা হয়েছিল। এরপর ১৯৯১ সালের আগ পর্যন্ত সব নির্বাচনই হয়েছে সেনা সমর্থিত প্রশাসনের অধীনে। স্বাভাবিকভাবেই সেসব নির্বাচনে সেনা উপস্থিতি ছিল", জানাচ্ছেন তিনি। আগের নির্বাচনগুলোর ঐ ধারাই ১৯৯১ সালের নির্বাচনে অনুসরণ করা হয় এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয় বলে মন্তব্য করেন মি. সাখাওয়াত হোসেন। এরপর ১৯৯৬ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারির 'একতরফা নির্বাচন'-সহ সে বছরের ১২ই জুন ও ২০০১ সালের পহেলা অক্টোবর হওয়া নির্বাচনেও সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। এরপর ২০০৮ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠিতই হয় সেনাবাহিনী সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে। ২০১৪ সালে পরের নির্বাচনে মোট ১৫ দিনের জন্য নিয়োজিত হয়েছিল সেনাবাহিনী। সবশেষ ২০১৮ সালের নির্বাচনের সময় ৩৮৮টি উপজেলায় ৩৫ হাজারেরও বেশি সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য মোতায়েন করা হয়েছিল।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ৩.১.২৪ রিহাব)

'উন্নয়নের দরকার আছে, গণতন্ত্রেরও দরকার আছে'

আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে 'উন্নয়নের গণতন্ত্র' নামে নতুন এক শ্লোগান চালু করেছে। ক্ষমতাসীন দল এই শ্লোগান সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করছে ২০১৪ সালে বিতর্কিত নির্বাচনের পর থেকে। অনেকে মনে করেন, 'উন্নয়নের গণতন্ত্র' শ্লোগানের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ সরকার 'গণতন্ত্রকে' পেছনে ঠেলে দিয়ে 'উন্নয়নের' বিষয়টিকে সামনে আনতে চাইছে। কিন্তু একটানা ১৫ বছর ক্ষমতায় থাকা আওয়ামী লীগ সরকারের উন্নয়নের বয়ানকে মানুষ কতটা গ্রহণ করেছে?

অবকাঠামো উন্নয়নের দিক থেকে যেসব জায়গায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তার মধ্যে চট্টগ্রাম অন্যতম। চট্টগ্রাম শহর এবং আশপাশে বেশ কিছু বড় প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এর মধ্যে একটি বড় অবকাঠামো হচ্ছে কর্ণফুলী নদীর তলদেশ দিয়ে টানেল নির্মাণ। দশ হাজার কোটি টাকার বেশি ব্যয় করে করে এই টানেল নির্মাণ করা হয়েছে। নদীর একপাশে পতেঙ্গা, অপর পাশে আনোয়ারা উপজেলা। টানেল থেকে বের হয়ে এক্সপ্রেসওয়ে। এই এক্সপ্রেসওয়ের পাশে ফসলের মাঠে বসে আছেন গিয়াস উদ্দিন। তাঁর বাড়ি বাঁশখালি উপজেলায়। পেশায় তিনি একজন সিকিউরিটি গার্ড। অবকাঠামো উন্নয়ন নিয়ে কথা বলতে গেলেই তিনি বেশ আক্ষেপ করলেন। তার কথা হচ্ছে, উন্নয়ন হলেও তাদের জীবনে কোন পরিবর্তন আসেনি। দ্রব্যমূল্যের ব্যাপক ঊর্ধ্বগতিতে টিকে থাকা দায় হয়ে গেছে তার জন্য। "উন্নয়ন হইছে, আগে আমরা যেগুলা চোখে দেখি নাই সেগুলো দেখাইছে। কিন্তু দেখাইলে কী হবে? আমরা গরীব তো মরে যাচ্ছি। এগুলা দেখালে লাভ নাই তো। রাস্তা দিয়া আমরা ভাত খাব না তো। আমরা গরীব, আমাদেরকে সাহায্য করতে করতে হবে সরকারকে। এখন সরকার আমাদেরকে সাহায্য করতেছে না, রাস্তাঘাট করতেছে। রাস্তাঘাট দিয়ে ওরা চলুক, অসুবিধা নাই।"

আনোয়ারা উপজেলার বাসিন্দা ৫৫ বছর বয়সী মোঃ ইউনূস। তিনি একসময় মধ্যপ্রাচ্যে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন। এখন কৃষি কাজের সাথে জড়িত। "এই রকম রোড (রাস্তা) আমরা বাংলাদেশের মাইধ্যে দেখি নাই। আল্লায় দিছে, আমাদের সরকারে এই উন্নয়নটা করছে," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন মি. ইউনূস। কিন্তু যেভাবে এক্সপ্রেসওয়ে করা হয়েছে তাতে রাস্তার একপাশে থেকে অপর পাশে যাবার সুযোগ নেই। এই এক্সপ্রেসওয়ের একপাশে ফসলি জমি এবং অন্যপাশে মানুষের বসতবাড়ি। মি. ইউনূস বলছেন, ফসলের মাঠে কৃষি উপকরণ আনা-নেয়া করা এবং মাঠ থেকে ফসল তুলে বাড়িতে আনা তাদের জন্য বেশ কঠিন হয়ে গেছে। তিনি বলেন, এই রাস্তা নির্মাণের সময় স্থানীয় কৃষক এবং মানুষের চলাচলের বিষয়টি চিন্তা করা হয়নি। গত ১৫ বছরে চট্টগ্রামে নতুন ফ্লাইওভার, এক্সপ্রেসওয়ে, টানেল, নতুন-নতুন রাস্তা, চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রেলপথের মতো বড় প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এসব অবকাঠামো উন্নয়ন থেকে যে সুবিধা হয়েছে সেটি সাধারণ মানুষ একেবারে অস্বীকার করছেন না। কিন্তু তারপরেও অনেকের মনে নানা প্রশ্ন রয়ে গেছে। এসব প্রশ্ন তৈরি হয়েছে নির্বাচনকে নিয়ে।

"উন্নয়নেরও দরকার আছে, কিন্তু গণতন্ত্রেরও দরকার আছে। আমরা সেইটা মনে করি। গণতন্ত্র না থাকলে আমার যা ইচ্ছা আমি করবো, আপনার যা ইচ্ছা আপনি করবেন। গণতন্ত্র না থাকলে কথা বলার অধিকার থাকবে না," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন আনোয়ারা উপজেলার বৈরাগ গ্রামের মোঃ হারুন।

তবে গ্রামাঞ্চলে ঘুরে যে বিষয়টি পরিষ্কার বোঝা গেল সেটি হচ্ছে, সংবাদমাধ্যমের সাথে খোলাখুলি কথা বলা কিংবা মতামত প্রকাশ নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে এক ধরণের ভয় কাজ করছে। এ বিষয়টি প্রকাশও করেছেন অনেকে।

"আমরা এদিকে ওদিকে বললে আমাদের সমস্যা হইয়া যাবে। এটা বলছেন কেন? কী বলছেন? কোন পার্টি করেন?- এসব কথা জিজ্ঞাস করবে। আমরা পার্টি করি না, মেহনত করি খাইতেছি," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন আহমেদ রহিম নামে এক গ্রামবাসী।

অবকাঠামো উন্নয়নের নানা দিক নিয়ে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো সবসময় নানা প্রশ্নে তুলেছে। তাদের সবচেয়ে সবচেয়ে বড় অভিযোগ হচ্ছে – এসব প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় দুর্নীতি হয়েছে। এই নির্বাচনে বিরোধী দল বিএনপি এবং তাদের রাজনৈতিক মিত্ররা ভোট অংশ নিচ্ছে না এবং তারা ভোট বর্জনের প্রচারণাও চালাচ্ছে। মানুষ যাতে ভোটকেন্দ্রে না যায় সেজন্য উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করছে বিরোধী দলগুলো। এই প্রচারণায় তারা গণতন্ত্র, দুর্নীতি এবং সুশাসনের মতো বিষয়গুলো মানুষের সামনে আনছে। বিএনপি নেতারা বলছেন, একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমেই উন্নয়ন টেকসই হতে পারে এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত হতে পারে। "গণতন্ত্র না থাকলে সুশাসন থাকবে না। সুশাসন না থাকলে দেশে দুর্নীতি থাকবে। যে পরিমাণ টাকা বিদেশে পাচার হয়ে গেছে সেটা দিয়ে আমরা আরও ফ্লাইওভার করতে পারতাম, ব্রিজ করতে পারতাম, টানেল করতে পারতাম," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির সভাপতি শাহাদাত চৌধুরী। তিনি বলেন, দুর্নীতি না থাকলে চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন শহরকে সাজিয়ে তোলা সম্ভব হতো। তিনি অভিযোগ করেন চট্টগ্রাম শহরের জলাবদ্ধতা নিরসনের জন্য হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করা হলেও সমস্যার সমাধান হয়নি। এই টাকা কোথায় গেল সে প্রশ্ন তুলেছেন মি. চৌধুরী।

চট্টগ্রামের বিভিন্ন আসনে নির্বাচনে প্রচারণায় ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থীরা বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়নের বিষয়টিকে সামনে নিয়ে আসছেন। ক্ষমতাসীন দলের নেতারা দাবি করছেন, আওয়ামী লীগ একটানা ক্ষমতায় থাকার কারণে এসব সম্ভব হয়েছে। এজন্য সরকারের ধারাবাহিকতা থাকা প্রয়োজন বলে তারা মনে করেন। সেজন্য সমালোচনাকে তারা খুব একটা গুরুত্ব দিচ্ছেন না। "২০০৯ থেকে আজকে এই পর্যন্ত সরকারের ধারাবাহিকতায় দেশের মানুষের কি জীবনমানের উন্নয়ন হয়নি?" প্রশ্ন তোলেন চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি খোরশেদ আলম সুজন। "দেখেন সমালোচনা পৃথিবীর আদিতে ছিল, এখনো আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। সমালোচনাকে আমি ভালো চোখেই দেখি। তবে অনেকে আছে খামোখা সমালোচনা করে। এই যে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রেললাইনের সুবিধা কি মানুষ পাচ্ছে না? ইকনমিক জোন হয়েছে মিরসরাইয়ে। এর সুবিধা কি মানুষ পাচ্ছে না? এসব উন্নয়নকে কেন্দ্র করে বিশাল কর্মযজ্ঞ হয়েছে।"

অর্থনীতিবিদরা মনে করেন, দেশের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য অবকাঠামো উন্নয়নের কোন বিকল্প নেই। এর ফলে মানুষের যোগাযোগ যেমন বাড়ে তেমনি কর্মসংস্থানও সৃষ্টি হয়। তবে শুধু অবকাঠামো তৈরি করার বিষয়টিকে বড় করে তুলে ধরার কোন যুক্তি দেখেননা পর্যবেক্ষকরা। "এই সরকার বা তাদের অংশীজনদের স্তুতি বা আত্ম সন্তুষ্টির কোন শেষ নেই। মেগা প্রজেক্ট করেছেন। তাদেরই এক মন্ত্রী বলেছিলেন, মেগা প্রজেক্ট মানে মেগা চুরি। বাস্তবেও তাই," বলছিলেন সুশাসনের জন্য নাগরিক বা সুজন-এর চট্টগ্রাম জেলা সম্পাদক আখতার কবীর চৌধুরী। মি. চৌধুরী মনে করেন, অবকাঠামো তৈরি করা উন্নয়নের একমাত্র মাপকাঠি হতে পারেনা। " মানবিক উন্নয়ন বলতে যেটা বোঝায় – শিক্ষার ক্ষেত্রে, সামাজিক ক্ষেত্রে, স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন একেবারে শূন্যের কোটায়," বলেন মি. চৌধুরী। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতারা মনে করছেন, অবকাঠামো উন্নয়ন হচ্ছে বলেই তাদের দল ১৫ বছর একটানা ক্ষমতায় থাকতে পেরেছে। সেক্ষেত্রে বড় প্রকল্পগুলো মানুষের মনোযোগ কেড়েছে বলে তাদের ধারণা।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ৩.১.২৪ রিহাব)

সরকারি কোষাগার থেকে এবারের নির্বাচনে মোট কত খরচ হচ্ছে?

বাংলাদেশের সংসদ নির্বাচনের ইতিহাসে এবারই প্রথম প্রিজাইডিং-পোলিং অফিসারসহ নির্বাচনের কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের দু'দিনের সম্মানী ভাতা দেয়া হবে। এর ফলে আগের নির্বাচনের তুলনায় এবারে ব্যয় হচ্ছে দ্বিগুণেরও বেশী অর্থ। প্রাথমিকভাবে নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকা খরচের কথা বলা হলেও শেষ পর্যন্ত এই নির্বাচনের ব্যয় দু হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে যেতে পারে। ইতোমধ্যেই সরকার এই জন্য সাতশ কোটি টাকার বেশি ছাড় করেছে, যা নির্বাচন কমিশন জেলা প্রশাসকদের অনুকূলে বরাদ্দ দিয়েছে। নির্বাচন কমিশনের অতিরিক্ত সচিব অশোক কুমার দেবনাথ বিবিসি বাংলাকে বলেছেন কর্মকর্তাদের দুদিনের সম্মানীর সাথে প্রয়োজনীয় অন্যান্য উপকরণে দাম বৃদ্ধির কারণে স্বাভাবিকভাবেই এবার ব্যয় বাড়ছে। "পোলিং এর সাথে জড়িত কর্মকর্তারা এবারের নির্বাচনে একদিনের বদলে দুদিনের সম্মানী পাবেন", বলছিলেন তিনি।

তবে বেসরকারি পর্যবেক্ষণ প্রতিষ্ঠান জানিপপের চেয়ারম্যান প্রফেসর নাজমুল আহসান কলিমউল্ল্যাহ বলছেন সব দল না আসায় এ নির্বাচনে ঝুঁকি বেশি এবং সে কারণেই ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জড়িত কর্মকর্তাদের অতিরিক্ত প্রণোদনা দেয়ায় ব্যয় বেড়ে গেছে। কমিশনের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসারসহ ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা হিসেবে দেশ জুড়ে প্রায় নয় লাখ কর্মকর্তা নির্বাচনের কাজ করবেন। প্রসঙ্গত, আগামী সাতই জানুয়ারি দ্বাদশ

সংসদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। তবে বিরোধী দল বিএনপিসহ অনেকগুলো রাজনৈতিক দল এ নির্বাচন বর্জন করে নিদলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলন করছে। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ, সংসদের বিরোধী দল জাতীয় পার্টি-সহ তাদের সমমনা ও মিত্র দলগুলো এ নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে। ইতোমধ্যে যে সব জায়গায় নির্বাচনের খরচ নির্বাহের জন্য নির্বাচন কমিশন টাকা ছাড় দিয়েছে সেখানে দেখা যাচ্ছে প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসাররা এবার একদিনের বদলে দুদিনের সম্মানী ভাতা পাবেন। একদিনের জন্য প্রিজাইডিং অফিসার চার হাজার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার তিন হাজার ও পোলিং অফিসার দুই হাজার করে টাকা পাবেন। এছাড়া যাতায়াত ভাড়ার জন্য তারা সবাই অতিরিক্ত জনপ্রতি এক হাজার টাকা করে পাবেন। এছাড়াও প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে ভোট প্রদানের গোপন কক্ষ ও বেষ্টনীর জন্য প্রতিটি কক্ষের জন্য আটশ টাকা করে দেয়া হবে। প্রায় বারো কোটি ভোটারের এবারের নির্বাচনে সারা দেশে তিনশ সংসদীয় আসনের মোট কেন্দ্র থাকবে ৪২ হাজারেরও বেশি। এছাড়াও ব্যালট পেপার আনা-নেয়া, রিটার্নিং অফিসারের সহায়ক কর্মকর্তাদের যাতায়াত ছাড়াও সারা দেশে যে সব ম্যাজিস্ট্রেট নির্বাচনের দিন কাজ করবেন তারাও ভাতা পাবেন। ম্যাজিস্ট্রেট বা ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা সম্পন্ন কর্মকর্তারা নির্বাচনের আগে ও পরের দুই দিনের সহ মোট পাঁচ দিনের জন্য দিনে জনপ্রতি নয় হাজার টাকা করে ভাতা পাবেন। এছাড়া স্টাফ ভাতা হিসেবে তারা প্রতিজন প্রতিদিনের পাবেন আরও এক হাজার টাকা। অর্থাৎ একজন ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মানী বা নির্বাচনের দায়িত্ব পালনের জন্য ভাতা দিতে নির্বাচন কমিশনের ব্যয় হবে ৫০ হাজার টাকা।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সারা দেশে দায়িত্ব পালনের জন্য ইতোমধ্যেই ৮৩৮ জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হয়েছে। আরও ১৯০৪ জন ম্যাজিস্ট্রেট সরকারের কাছে চেয়েছে কমিশন। এছাড়া দেশের আট বিভাগে আরও প্রায় এগারশ ম্যাজিস্ট্রেট কর্মরত আছেন। তারা ৫-৯ই জানুয়ারি পর্যন্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত এলাকায় কাজ করবেন। মূলত ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট পরিচালনা ছাড়াও নির্বাচনকালে প্রয়োজন হলে সেনা সদস্যরাও ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে কাজ করবেন। ইসি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন নির্বাচনকে সামনে রেখে ইতোমধ্যেই সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। আগামী ১০ই জানুয়ারি পর্যন্ত মোট তেরো দিন তারা দায়িত্ব পালন করবেন।

সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা প্রতিটি জেলা, উপজেলা, মেট্রোপলিটন এলাকার নোডাল পয়েন্ট ও অন্যান্য সুবিধাজনক স্থানে অবস্থান করবে। সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের অনুরোধক্রমে ও সমন্বয়ের মাধ্যমে বাহিনীগুলো এলাকাভিত্তিক মোতায়েন সম্পন্ন করছে। এছাড়া পুলিশ, আনসার ও ভিডিপি, বিজিবি, র‍্যাব ও কোস্টগার্ড সদস্যরা নির্বাচন কমিশনের চাহিদা অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করবেন। অশোক কুমার দেবনাথ আগেই বলেছিলেন যে এবার ভোটার সংখ্যা বাড়ার কারণে সারা দেশে ভোটকেন্দ্রও বেড়েছে এবং সে কারণে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা ব্যয়ও বাড়বে। প্রফেসর নাজমুল আহসান কলিমউল্ল্যাহ বলছেন এবারের নির্বাচনে ঝুঁকি বেশি থাকায় ভোট গ্রহণের সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের জন্য বিষয়টি বেশী চ্যালেঞ্জিং। "সব দল অংশগ্রহণ করলে হয়তো এই বিশাল ব্যয়েরও কিছু যৌক্তিকতা থাকতো। দুটি বড় দল নির্বাচনে নেই এবং তারা ভোট বিরোধী প্রচারণা চালাচ্ছে। সে কারণে কর্মকর্তাদের জন্যও কাজটা চ্যালেঞ্জিং হয়ে ওঠেছে। ফলে তাদের প্রণোদনাও দিতে হচ্ছে নির্বাচন কমিশনকে", বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি। নির্বাচন কমিশন থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী ২০১৮ সালে একাদশ সংসদ নির্বাচনের জন্য মোট বরাদ্দ ছিলো সাতশ কোটি টাকার মতো। যদিও পরে তা কিছুটা বেড়েছিলো। ওই নির্বাচন বিএনপি ও সমমনা দলগুলো অংশ নিয়েছিলো। এর আগে দশম সংসদ নির্বাচন বর্জন করেছিলো বিএনপিসহ কিছু রাজনৈতিক দল। সে নির্বাচনের জন্য মোট খরচ হয়েছিলো প্রায় ২৬৫ কোটি টাকা। আর ২০০৮ সালে নবম সংসদ নির্বাচনের জন্য ব্যয় হয়েছিলো প্রায় ১৬৫ কোটি টাকা। কমিশনের কর্মকর্তারা বলছেন ব্যবস্থাপনা ও নির্বাচনী নানা উপকরণের খরচ অনেক বেড়ে যাওয়ার কারণেই ক্রমশ নির্বাচনের খরচ বাড়ছে। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ৩.১.২৪ রিহাব)

রাজউকের প্লট বরাদ্দ দেয়ার নিয়মগুলো ঠিক কী কী?

সম্প্রতি বাংলাদেশের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে রাজউক বা রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষর প্লট বরাদ্দ পাওয়া নিয়ে বেশ আলোচনা ও বিতর্ক চলছে। বিশেষ করে দেশের একজন প্রথম সারির অভিনেতা রাজউকের একটি প্লট বরাদ্দ পেয়েছেন বলে স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমে খবর আসার পর তার পক্ষে-বিপক্ষে বেশ বিতর্ক শুরু হয়। অনেকেই এই তারকার প্লট বরাদ্দ পাওয়ার সমালোচনা করলেও অনেকে আবার এর পক্ষে যুক্তি তুলে ধরছেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে। এ বিষয়ে ওই তারকার সাথে যোগাযোগ করে তাৎক্ষণিকভাবে কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে শুধু এই তারকাই নন, বরং সাবেক এক সরকারি কর্মকর্তার প্লট বরাদ্দ পাওয়ার বিষয়টি নিয়েও আলোচনা চলছে। তবে ওই সরকারি কর্মকর্তা এরই মধ্যে এক ফেসবুক পোস্টে বলেছেন, ২০০৭/০৮ সালে রাজউকের দেয়া বিজ্ঞাপন নীতিমালা অনুযায়ী আবেদন করে ২০১২ সালে বরাদ্দ পেয়েছেন তিনি।

বাংলাদেশে এর আগেও মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও সচিবদের প্লট বরাদ্দ পাওয়ার বিষয়গুলো স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমের যেমন সংবাদ শিরোনাম হয়েছে, তেমনি তা নিয়ে বিতর্কও কম তৈরি হয়নি। রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বলছে, বিভিন্ন প্রকল্পের

আওতায় সুনির্দিষ্ট নীতিমালা মেনেই প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়ে থাকে। আর নগর পরিকল্পনাবিদরা বলছেন, সরকারি কোটার আওতায় যেসব প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেগুলোতে 'সুপারিশের' বিষয়টি প্রাধান্য পায় বলে বরাবরই সেটি নিয়ে প্রশ্ন থাকে। রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ১৯৮৪ সালের বিধিমালা অনুযায়ী প্লট বরাদ্দ দিয়ে থাকে। রাজউকের মুখপাত্র আশরাফুল ইসলাম জানান, ১৯৮৪ সালের বিধিমালায় বলা আছে, সরকার চাইলে যে কাউকে যে কোনও প্লট বরাদ্দ দিতে পারে। সরকারকে সেই ক্ষমতা দেয়া আছে। ওই বিধিমালার বাইরেও কোন প্রকল্পে কোন কোটায় কত বরাদ্দ থাকবে তা প্রতিটি প্রকল্প ক্ষেত্রে আলাদাভাবে নির্ধারণ করা হয়। এই জটিলতা দূর করতে সম্প্রতি নতুন একটি বিধিমালা প্রস্তাব করা হয়েছে। যার নাম দেয়া হয়েছে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ভূমি বরাদ্দ বিধিমালা, ২০২২। প্রস্তাবিত বিধিমালা ২০২২ অনুযায়ী, গৃহায়ন ও আবাসিক উদ্দেশ্যে কোনও জমির উন্নয়ন করা হলে কম পক্ষে দুটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় তা বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ করে জনসাধারণের কাছে থেকে দরখাস্ত আহ্বান করতে হবে। এই বিজ্ঞপ্তিতে আবেদনকারীর যোগ্যতা, প্রকল্পের নাম, আবাসিক প্লটের আকার ও সংখ্যা, আবেদনপত্র জমা দেয়ার পদ্ধতি, প্লটের মূল্য, জামানতের পরিমাণ, কিস্তি পরিশোধের বিবরণ, আবেদনপত্র জমা দেয়ার স্থান ও শেষ তারিখ ইত্যাদি উল্লেখ থাকতে হবে। এতে বলা হয়েছে, রাজউকের নির্ধারিত ফরমে নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের মধ্যে আবেদন জমা দিতে হবে। তা না হলে ওই আবেদনপত্র প্লট বরাদ্দের জন্য বিবেচনা করা হবে না। এই নীতিমালায় যাচাই-বাছাই পদ্ধতি সম্পর্কে বলা হয়েছে, যথাযথভাবে পূরণ করা আবেদনপত্র প্লটের আকার অনুযায়ী বাছাই করে তালিকা তৈরি করতে হবে। মূল অধিবাসী, ক্ষতিগ্রস্ত এবং অন্য সব ক্যাটাগরিতে প্রাপ্ত আবেদনগুলো আলাদাভাবে সংরক্ষণ ও বিবেচনা করা হবে। এখানে মূল অধিবাসী হচ্ছেন, কোনও প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য জমি অধিগ্রহণ করার সময় ওই এলাকায় বসতবাড়িসহ স্থায়ীভাবে বসবাসকারী জমির মালিক। আর ক্ষতিগ্রস্ত বলতে কোনও প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য যাদের জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে তাদেরকে বোঝানো হয়। প্লটের ধরন ও আকারভেদে প্লটের সংখ্যার তুলনায় আবেদনকারীর সংখ্যা বেশি হলে লটারির মাধ্যমে বরাদ্দ করতে হবে। আবেদনকারীর বয়স অবশ্যই ২৫ বছর এবং তাকে বাংলাদেশি নাগরিক হতে হবে। একই সাথে তার জাতীয় পরিচয়পত্র থাকতে হবে। কোটা সংরক্ষণের বিষয়ে এই বিধিমালায় বলা হয়েছে, সরকার মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী বা সমমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি, সংসদ সদস্য, বিচারপতি, সশস্ত্র বাহিনী, আধা-সামরিক বাহিনী, সরকারি কর্মচারী, মুক্তিযোদ্ধা, পেশাজীবী, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী, সাংবাদিক, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার চাকরিজীবী, বেসরকারি শিক্ষক, শিল্পী/সাহিত্যিক/ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব, আইনজীবী, কৃষিবিদ, প্রকৌশলী, স্থপতি, পরিকল্পনাবিদ, চিকিৎসক ও ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক প্লট সংরক্ষণের জন্য কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিতে পারবে। রাজউকের কর্মচারীদের জন্য যে কোনও প্রকল্পের ন্যূনতম ৫% কোটা সংরক্ষণ করা যাবে। 'নিবেদিত প্রাণ কোন সমাজকর্মী' বা সমাজসেবক থাকলেও তার জন্য সরকার কোটার আওতায় প্লট বরাদ্দ করতে পারবে। তবে এই বিধিমালাটি এখনো অনুমোদিত হয়নি। রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বলছে, প্রতিটি প্রকল্পের আওতায় প্লট বরাদ্দ দেয়ার জন্য সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়। রাজউকের মুখপাত্র আশরাফুল ইসলাম বলেন, কোনও প্রকল্প যখন হাতে নেয়া হয় তখন তার প্লট বরাদ্দের একটি নীতিমালা প্রথম দিকেই তৈরি করা হয় এবং এর অনুমোদন দেয়া হয়। প্রতিটি আবাসন প্রকল্প বরাদ্দের জন্য আলাদা একটি করে নীতিমালা তৈরি করা হয় এবং প্লট বরাদ্দের জন্য পত্রিকায় গণ-বিজ্ঞপ্তি দেয়ার আগে সেটি চূড়ান্ত করা হয়। রাজউক এই নীতিমালার খসড়া তৈরি করে। আর এটির চূড়ান্ত অনুমোদন দেয় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়। এই নীতিমালায় কোন ক্যাটাগরিতে কত শতাংশ প্লট বরাদ্দ দেয়া হবে তার উল্লেখ করা থাকে। "যেমন যাদের জমি অধিগ্রহণ করা হয় তাদের জন্য একটা পার্সেন্টেজ থাকে, উনারা পায়। একই সাথে, সরকারি কর্মকর্তা বা সরকারি চাকরিজীবী, সাধারণ মানুষ, গৃহিণী থেকে শুরু করে মহিলা কর্মজীবী, সাংবাদিক, মুক্তিযোদ্ধা রয়েছে। তেমনি যারা সমাজের বিভিন্ন জায়গায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে তাদেরকে (দেয়া হয়)," বলছেন মি ইসলাম। তিনি আরও জানান, "যে কোনও প্রকল্পের আওতায় ৯০ শতাংশ প্লট রাজউক নীতিমালা মেনে বরাদ্দ দিয়ে থাকে। বাকি ১০ শতাংশ কোটা সরকারের বিশেষ বরাদ্দ থাকে।" এই কোটার আওতায় সরকার যে কোনও নাগরিককে এই প্লট বরাদ্দ দিতে পারে। তবে এক্ষেত্রে জাতীয় বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কোনও অবদান রাখা হয়েছে কিনা তা বিবেচনায় নেয়া হয়। এছাড়া সরকার কাউকে যোগ্য মনে করলে বা কারো প্লটের দরকার আছে এমনটা মনে করলে তাকে বরাদ্দ দিতে পারে। "এই ১০ পার্সেন্ট কোটা সম্পূর্ণ সরকারের এখতিয়ার। সরকার কাকে বরাদ্দ দিবে, সেটা সরকার তার বিবেচনা অনুযায়ী দিতে পারে আর কি", জানাচ্ছেন রাজউকের মুখপাত্র। বাকি ৯০ শতাংশ প্লট বরাদ্দের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয়। বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত ও পেশাজীবী মানুষের কাছ থেকে আবেদন আহ্বান করা হয়। সেখানে রাজউকের বিশেষ ফর্ম থাকে। সেই ফর্মে আবেদনকারী কোন ক্যাটাগরি বা শ্রেণিতে আবেদন করতে চান তা উল্লেখ করতে হয়। এই ক্যাটাগরিতে আসা আবেদনগুলো লটারির মাধ্যমে প্লট বরাদ্দের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়। "এটা শতভাগ জনগণের উপস্থিতিতে লটারির মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়। এখানে আনফেয়ার হওয়ার কোন সুযোগই নেই," বলছেন তিনি। আর ১০ পার্সেন্ট বিশেষ কোটার ক্ষেত্রে সরকারের কাছে আবেদন জমা দিতে হয়। সেখানে সরকার

কাউকে যোগ্য মনে করলে তাকে বাছাই করে কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়। এটা সাদা কাগজে আবেদন করলেই হয় বলে জানান মি. ইসলাম। তিনি বলেন, দেশের যে কোনও নাগরিক এই আবেদন করতে পারে। তবে সেখানে উল্লেখ করতে হবে যে, ওই ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। "একই সাথে ঢাকা শহরে নিজের নামে বা অন্য কারো নামে কোন প্লট নাই, আমার একটা স্থায়ী বসবাস করার জন্য একটা প্লট দরকার এটাও জানাতে হবে। এরপর সরকার যদি আপনাকে যোগ্য মনে করে, সরকার আপনাকে দিতে পারে।" তবে এই আবেদনটি রাজউক নয়, বরং গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় বরাবর পাঠাতে হবে।

সরকার বিশেষ কোটার আওতায় রাজউকের আবাসন প্রকল্পের যে প্লট বরাদ্দ দেয় তা নিয়ে নানা সমালোচনা রয়েছে। অনেকে অভিযোগ করে থাকেন যে, সরকারের 'প্রীতিভাজন'দেরই সাধারণত এ ধরনের প্লট দেয়া হয়ে থাকে। নগর পরিকল্পনাবিদ ও বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব প্ল্যানার্সের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আদিল মুহাম্মদ খান বলেন, রাজউক কোন আবাসিক প্রকল্পের প্লট যখন প্রথম ধাপে বরাদ্দ দেয় তখন সেটি একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যায়। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে যেসব প্লট বরাদ্দ দেয়া হয় সেগুলো আর সুনির্দিষ্ট কোনও নীতিমালার আওতায় থাকে না। এ কারণে বিভিন্ন সময়ে প্লট বরাদ্দ দেয়ার পর তা নিয়ে বিতর্ক ও সমালোচনা দেখা দেয়। তার মতে, "প্রথম বরাদ্দটা সাধারণত ঠিক থাকে। কিন্তু এর পরের বরাদ্দ অর্থাৎ সরকারি কোটার আওতায় যে বরাদ্দগুলো হয়, সেগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রাজউকের বোর্ডে উপস্থাপন করা হয় এবং এগুলো নিয়ে আগে থেকেই সুপারিশ থাকে।" তিনি আরও বলেন, "যেগুলোকে বলা হয় বোর্ডের অনুমোদন, বোর্ডের পক্ষে নির্মোহভাবে, কোনও সরকারি অনুরোধ বা কোনও চ্যানেল থেকে রাজনৈতিক অনুরোধ থাকলে, সেটাকে উপেক্ষা করার মতো ক্ষমতা বোর্ডের নাই। যার ফলে যদিও বলা হয় যে, বোর্ড অনুমোদন দিচ্ছে, কিন্তু সেটা যে প্রকৃত অর্থেই তারা সবকিছু বিবেচনা করে, যারা যারা যোগ্য, সেই জিনিসটা আসে না।" উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেন, যদি শিল্পী ক্যাটাগরিতে প্লট বরাদ্দ দেয়া হয় তাহলে সব শিল্পীকে আবেদন করার আহ্বান জানানোর কথা। এর মধ্যে কারো রাজউক এলাকায় কোন প্লট বা বাড়ি থাকলে তিনি এর আওতায় পড়বেন না। "কিন্তু সেটা তো হয় না। দেখা যায় যে কারো নামের বিপরীতে ডিমান্ডগুলো আসছে। তাহলে এটা নিয়ে প্রশ্ন তো থাকবেই।" মি. খান জানাচ্ছেন, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, যারা প্লট পান তাদের একাধিক বাড়ি বা ফ্ল্যাট থাকে বা তাদের আসলে থাকার জায়গার কোনও সমস্যা থাকে না। এ কারণে অনেক প্রশ্ন তৈরি হয়। "বিভিন্ন ধরণের চয়েস, প্রেফারেন্স, কখনো কখনো কারো সুপারিশ-এই বিষয়গুলো কাজ করে থাকে এবং তখনই প্রশ্নের উদ্রেক হয় যে এগুলো কিসের ভিত্তিতে দেয়া হচ্ছে।"

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বরাবরই রাজউকের হাউজিং প্লট নিয়ে প্রশ্ন থাকে। অভিযোগ রয়েছে যে, এসব প্রকল্পের কারণে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হন, তাদেরকে বরাদ্দ না দিয়ে বরং যারা সমাজে সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছেন তাদেরকে বরাদ্দ দেয়া হয়। বাংলাদেশের বাস্তবতায় এই অভিযোগ অমূলক নয় বলেও মনে করেন নগর পরিকল্পনাবিদ মি. খান। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বঞ্চিত হওয়ার কারণে মানুষের মধ্যে থাকা পুঞ্জীভূত ক্ষোভ থেকেই এ ধরণের প্রশ্ন আসে বলে মনে করেন তিনি। মি. খান বলেন, "সাধারণ মানুষের অনেক ধরণের ক্ষোভ আছে। বিদ্যমান ব্যবস্থা, সোশ্যাল, পলিটিক্যাল, ইকোনমিক ব্যবস্থার উপর ক্ষোভ আছে। এই ক্ষোভে প্রত্যেকটা ব্যক্তির ভূমিকার সাথে এই রিলেশনশিপটা মানুষ খুঁজবে। এ কারণে অভিনেতা যিনি পাচ্ছেন, তার সাম্প্রতিক সময়ের ভূমিকা কী, সেই কন্ট্রিবিউশনগুলো মানুষ রিলেট করে। যেমন, যিনি পাচ্ছেন তার পরিচয় কী, বাংলাদেশে তার সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তার ভূমিকা কী?" একই কারণে অনেক ক্ষেত্রে যোগ্য কেউ প্লট পেলেও তার সাথে এই সম্পর্ক খোঁজার চেষ্টা হয় এবং একে স্বাভাবিক বলেই মনে করেন তিনি। তিনি বলেন, মানুষ তার প্রশ্নের ন্যায্যতা অনেক জায়গায় জিজ্ঞাসা করতে চায়। আর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যেহেতু একটি সহজ মাধ্যম, তাই এখানেই আলোচনা বেশি আসে।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ৩.১.২৪ রিহাব)

ভয়েস অফ আমেরিকা

নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা জাতীয় পার্টির চার প্রার্থীর

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন জাতীয় পার্টির (জাপা) চার প্রার্থী। এই চার প্রার্থীর দুজন চুয়াডাঙ্গার দুটি আসন থেকে, একজন সিলেটের একটি আসন থেকে এবং আরেকজন গাইবান্ধার একটি আসন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন। চুয়াডাঙ্গার দুই আসন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দুই প্রার্থীর দলীয় সিদ্ধান্তহীনতার অভিযোগ তুলে চুয়াডাঙ্গার দুই আসনে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন জাতীয় পার্টির (জাপা) দুই প্রার্থী। বুধবার (৩ জানুয়ারি) দুপুরে জেলা আইনজীবী সমিতির কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের প্রার্থী সোহরাব হোসেন ও চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের প্রার্থী রবিউল ইসলাম আনুষ্ঠানিকভাবে এ ঘোষণা দেন। যদিও দুদিন আগে মৌখিকভাবে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর কথা সাংবাদিকদের জানান দুই প্রার্থী।দলীয় সিদ্ধান্তহীনতাকে দায়ী করে প্রার্থীরা জানান, দলের চেয়ারম্যান জি এম কাদের ও মহাসচিব মজিবুল হক চুন্নু

নির্বাচনসংক্রান্ত বিষয়ে একের পর এক সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করছেন। সেই সঙ্গে তারা প্রার্থীদের সঙ্গে অসহযোগিতা করছেন ও যোগাযোগ রাখছেন না। দলের শীর্ষ এই দুই নেতা এই বার বার প্রার্থীদের বিপদে ফেলে সরকারের কাছ থেকে সুবিধা নিচ্ছেন বলেও অভিযোগ করেন তারা। এসব কারণে ভোটের মাঠ থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তারা বলেন, দলের হাইকমান্ড ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের কাছ থেকে সুবিধা নিয়ে ভোটারদের কাছে জাতীয় পার্টির প্রার্থীদের হেয় ও নিন্দিত করছেন।একই সঙ্গে অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও কেন্দ্রীয় নেতাদের অসহযোগিতার কারণে বাধ্য হয়ে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন বলে জানান দুই প্রার্থী। রবিউল ইসলাম বলেন, এবারের ভোট কেমন হচ্ছে, তা তো জানছেন। আমাদের পার্টির চেয়ারম্যান আর মহাসচিব আমাদের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ করেন না। কেবল মনোনয়ন দিয়েই ছেড়ে দিয়েছেন। দল থেকে কোনো নির্বাচনের একটি টাকাও দেয়নি। আমি ২০০১ সাল থেকে নির্বাচন করছি। আমি বলতে পারি, আমি দলকে টাকা দিয়েছি, দল আমাকে টাকা দেয়নি। তিনি বলেন, ২৬ জনকে নিয়েই ব্যস্ত নেতারা। আর আমরা ২৫৭ জন পড়েছি মহাবিপদে। এবারের ভোট অন্য রকম। টাকা ছাড়া কেউ কথা বলছে না। দৈনিক কোটি কোটি টাকা ওড়াচ্ছে নৌকা ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা। সেখানে আমার যতটুকু ছিল খরচ করেছি। এখন আর পারছি না। তাই সরে দাঁড়ালাম।সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে সোহরাব হোসেন বলেন, জাতীয় পার্টির ভোটারদের কোনো বিধি নিষেধ নেই। তারা পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে পারেন। জাপার প্রার্থীদের ভোট বর্জনের ঘটনা নির্বাচনে কোনো প্রভাব ফেলবে না।

অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ পরিবেশ না থাকায় নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দিয়েছেন সিলেট-৫ আসনের জাতীয় পার্টির প্রার্থী সাব্বির আহমদ।বুধবার (৩ জানুয়ারি) বিকালে সিলেট জেলা প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে নির্বাচন বর্জনের এ ঘোষণা দেন তিনি।সাব্বির আহমদ বলেন, সরকার অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। সম্প্রতি প্রধান নির্বাচন কমিশনার সিলেটে এসেও একই কথা বলেছিলেন। কিন্তু আমরা মাঠে সেরকম কোনো পরিবেশ পাচ্ছি না। তাই নির্বাচন করা খুবই কঠিন।তিনি আরও বলেন, গত ৩০ ডিসেম্বর প্রধান নির্বাচন কমিশনার সিলেটে সার্কিট হাউজে সব প্রার্থীর সঙ্গে বৈঠক করেছেন। সেসময় আমরা বিভিন্ন অভিযোগ দিয়েছি। তিনি বিষয়টি নোট করেছেন। এ অভিযোগ দেওয়ার পর নির্বাচনের পরিবেশ আরও খারাপ হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে নির্বাচন করার কোনো পরিবেশ নেই। তাই নির্বাচন বর্জন করেছি। সাব্বির আহমদ বলেন, নির্বাচনের পরিবেশ দলের চেয়ারম্যান জিএম কাদেরের সঙ্গে আলোচনা করেছি। তিনি বলেছেন তোমার এলাকার পরিবেশ তুমি বোঝ। যদি সেরকম পরিবেশ না থাকে তাহলে বর্জন কর।জাতীয় পাটির (জাপা) কেন্দ্রীয় নেতা ও দলীয় প্রার্থী আতাউর রহমান সরকার নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন।বুধবার (৩ জানুয়ারি) বিকালে গাইবান্ধার ঘুড়িদহ ইউনিয়নের মধ্যপাড়া গ্রামের বাড়িতে সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান। আতাউর জানান, সমর্থকদের মারধর, নির্বাচনী অফিস ভাঙচুর ও চিহ্নিত মহলের হুমকি এবং নিরাপত্তাজনিত কারণে তারা নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন।

গাইবান্ধা-৫ (সাঘাটা-ফুলছড়ি) আসনে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে জাতীয় পাটি থেকে আতাউর রহমান সরকারকে মনোনয়ন দেওয়া হয়। নিয়মানুযায়ী তিনি নির্বাচনী প্রচার চালাতে থাকেন। আর মাত্র তিন দিন পর নির্বাচন। এই নির্বাচনকে ঘিরে তিনি পাড়া মহল্লায় নেতা-কর্মীদের নিয়ে প্রচার চালিয়ে যান। কিন্ত ইদানিং তার নির্বাচনী অফিসে হামলা, ভাঙচুর, নেতা-কর্মীদের মারধরের ঘটনা ঘটছে। তিনি বলেন, শুধু তাই নয়, নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াতে তাকে হুমকি-ধমকি দেওয়া হয়। মিথ্যা মামলায় জড়ানোসহ জীবন নাশের হুমকিও দেওয়া হয়। তিনি বলেন, এসব কারণে তিনি তার জীবনে নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়েছেন। তার জীবন রক্ষার তাগিদে তিনি নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হলেন। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, এ বিষয়ে তিনি কোনো মামলা দায়ের করেননি। সময় হলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলেন তিনি। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৩.০১.২০২৪ এলিনা)

তবুও তো তারা ওয়াক আউট করতে পারতেন : শামীম আজাদ

আগামী ৭ জানুয়ারী বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। বাংলাদেশের প্রধান বিরোধীদল বিএনপি'র নেতৃত্বে ৩৬ টি রাজনৈতিক দল ও ইসলামী আন্দোলনসহ বেশ কিছু ইসলামপন্থী দল এই নির্বাচন বয়কট করেছে। অতীতের নির্বাচনগুলোর অভিজ্ঞতায় দেখা যায় নির্বাচন বর্জনকারী এই দলগুলোর সম্মিলিত ভোট চল্লিশ শতাংশের কিছু বেশি। এই বিপুল জনগোষ্ঠীর সমর্থনপুষ্ট দলগুলির অংশগ্রহণ ছাড়া, বিশেষ করে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় দু'টি দলের একটি, বিএনপি'র অংশগ্রহণ ছাড়া এ নির্বাচন কতটা অংশগ্রহণমূলক হতে যাচ্ছে তা নিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রশ্ন উঠেছে। পাশাপাশি বিএনপি ও নির্বাচন বর্জনকারী দলগুলোর দাবি অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন করলে তা দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের চেয়ে অপেক্ষাকৃত সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ হতো কিনা এই প্রশ্নটিও জোরালোভাবে নানা মহলে আলোচিত হচ্ছে। এসব বিষয় নিয়ে কী ভাবছেন বাংলাদেশের সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা তা নিয়ে ভয়েস অফ আমেরিকা কথা বলেছে সুশীল সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের সাথে।

এই সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন আহসানুল হক।

সাক্ষাৎকার : ব্রিটেন প্রবাসী কবি, শিক্ষক, টিভি ব্যক্তিত্ব শামীম আজাদ

ভয়েস অফ আমেরিকা : স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মনোয়ন বৈধ হবার জন্য ১ শতাংশ ভোটারের সমর্থন জানিয়ে স্বাক্ষর জমা দেয়ার যে বিধান আছে তা কতটা যুক্তিসঙ্গত বা ন্যায্য?

শামীম আজাদ : বিধানটা যুক্তিযুক্ত কতটুকু তার চাইতে বড় কথা হলো এই বিধানটা কীভাবে পালিত হবে, সেই অবস্থান কি আমাদের দেশের আছে কিনা। আইন শুধু করলে হবে না, আইনের প্রয়োগ এবং তার সফলতার ওপর সবকিছু নির্ভর করছে। সবচাইতে বড় কথা স্বতন্ত্র যারা তাদেরকে নিয়ে তো প্রশ্ন উঠেছে। মনে হচ্ছে নিজেদের দলের মধ্যেই স্বতন্ত্র প্রার্থী আছে। নাহলে এখন কেন সংঘাত হচ্ছে? এই স্বতন্ত্র প্রার্থী নামে যারা আসছেন কেউ কেউ অভিযোগ করছেন এরা স্বতন্ত্র নন। কাউকে আমরা যদি নির্ভরযোগ্যতা দিতে চাই, আগে তো নিজে নির্ভরযোগ্য হবো তাইতো? সুতরাং এতে প্রশ্ন থেকে যায়।

ভয়েস অফ আমেরিকা : এই নির্বাচনটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হলে কি অপেক্ষাকৃত নিরপেক্ষ , অবাধ ও সুষ্ঠু হতো?

শামীম আজাদ : যেকোনো শাসন প্রশাসন বা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় যদি জবাবদিহিতা না থাকে, তাহলে যেকোনো বিধানই আমরা করতে চাই না কেন, তার শতভাগ সুফল আমরা পাব না। তত্ত্বাবধায়ক সরকার তো একটা ব্যবস্থা তার প্রশ্নই বা আসবে কেন? এই প্রশ্নই তো আসা উচিত না। যদি সবাইকে সমানভাবে তাদের যোগ্যতা অনুসারে, বিভিন্ন দলকে তাদের প্রশ্নের উত্তর দেয়া হতো, তাহলে কোনো প্রশ্নই আসতো না। বাইরের অনেক দেশে দেখি, বিরোধী দল আছে, তাদের সাথে মতবাদে মিল হচ্ছে না, কিন্তু মূল যে ব্যবস্থাপনা তাতে কোনো প্রশ্ন কখনও কেউ করতে পারে না।

ভয়েস অফ আমেরিকা : বিএনপি-কে ছাড়া এ নির্বাচন কতটা অংশগ্রহণমূলক ও গ্রহণযোগ্য?

শামিম আজাদ : বিএনপি অংশ নেয়নি। আমার এ প্রসংগে মনে হচ্ছে, একটা সময় বিএনপি-র শাসনামলে আওয়ামী ক্ষমতায় ছিল না, তারা বিরোধী দল ছিলেন। তারা সংসদে যেতেন এবং প্রায়ই ওয়াক আউট করতেন। তবু তো তারা ওয়াক আউট করতে পারতেন। এই প্রতিবাদটা মানুষ জানতো। সুতরাং প্রতিবাদের জায়গাটুকু হারানোটা, আমিতো রাজনীতি করি না, আমার নিজের মনে হয় ঐ জায়গাটুকু সংরক্ষণ করা দরকার ছিল।

ভয়েস অফ আমেরিকা : দ্বাদশ জাতীয় সংসদ কতদিন টিকে থাকবে? তিনমাস, ছ'মাস, এক বছর, পূর্ণমেয়াদ?

শামীম আজাদ : স্থায়ী কতদিন হবে তা নির্ভর করছে একমাত্র জনগণের ওপর, বাইরের শক্তির ওপর নয়। জনগণ যতদিন সচেতন হয়ে সঠিকভাবে সব অধিকারের চর্চা করবেন, তখুনি আমরা বলতে পারবো মেয়াদ কতদিন হবে।

ভয়েস অফ আমেরিকা : দেশে থাকলে কি আপনি ভোট দিতে যেতেন?

এবার যদি দেশে থাকতাম আমি ভোট দিতে যেতাম। আমি বর্জন করতাম না। কারণ আমার যে অধিকার আছে সেটা আমি চর্চা করতাম। আমার দায়িত্ব পালন করার জন্য যেতাম। আমি সত্যি দেখতে যেতাম যে ভোটটা কেমন করে গ্রহণ করা হচ্ছে। কোথায় কি নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। কোথাও সংঘাত হচ্ছে কিনা। আমার ওপর কেউ প্রভাব বিস্তার করতে চাচ্ছেন কিনা। আমি এগুলো দেখার জন্য যেতাম। কারণ এটা আমার নাগরিক অধিকার।

(ভোয়া ওয়েব পেজ: ০৩.০১.২০২৪ এলিনা)

প্রহসনের নির্বাচন করে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকতে পারবে না : মঈন খান

বিরোধী রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য আব্দুল মঈন খান বলেছেন, প্রহসনের নির্বাচন করে আওয়ামী লীগ আর ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারবে না। বুধবার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে লিফলেট বিতরণকালে সাংবাদিকদের কাছে তিনি এ কথা বলেন। তিনি আরও বলেন, (২০২৩ সালের) ২৮ অক্টোবর বিএনপির শান্তিপূর্ণ সমাবেশে দমন-পীড়ন চালিয়ে সরকার বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে দিয়েছে।আব্দুল মঈন খান বলেন, জনগণ আমাকে জিজ্ঞেস করে, ৭ জানুয়ারির নির্বাচনের পর আমরা কী করব? আমি স্পষ্টভাবে বলতে চাই, এই সরকারকে বুঝতে হবে, ২০২৪ ও ২০১৪ একই নয়। এবার এমন হবে না যে, তারা (সরকার) ভুয়া ও বিদ্বেষমূলক নির্বাচন করে আবারও পাঁচ বছরের জন্য ক্ষমতা নিশ্চিত করবে। বাংলাদেশের জনগণ স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য তাদের রক্ত দিয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, বিএনপি রাজপথে বুলেট ও সাউন্ড গ্রেনেড মোকাবিলা করে দেশের ১৮ কোটি মানুষের জন্য গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনবে। আব্দুল মঈন খান বলেন, প্রার্থীরা যেদিন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন সেদিনই একতরফা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। কে কোন আসনে এমপি হবেন তা সরকার এরই মধ্যে ঠিক করে দিয়েছে। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ ভুয়া নির্বাচনের ভুয়া ফলাফল নিয়ে একদলীয় সংসদ ও সরকার গঠনের পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, নির্বাচনের নামে তারা প্রহসন ও নাটক করছে। দেশের বাইরের সব নামকরা গণমাধ্যম এক বাক্যে বলছে, বাংলাদেশে যে নির্বাচন হচ্ছে তা প্রহসন ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ বর্তমান সরকার এর মাধ্যমে ক্ষমতা দীর্ঘায়িত করতে চায়। আব্দুল মঈন খান বলেন, তাদের দল অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতার পরিবর্তন দেখতে চায়। তিনি বলেন, বিএনপি সহিংসতার রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না। আমরা কখনই সংঘাতের রাজনীতি এবং অস্ত্রের রাজনীতিতে বিশ্বাস করি না। আমরা চাই বাংলাদেশের জনগণ শান্তিপূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে এ দেশে পরিবর্তন আনুক, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করুক।

এ ছাড়া, সকালে রাজধানীর মতিঝিলের এজিবি কলোনি বাজারে লিফলেট বিতরণ করেন বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।সেখানে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে রিজভী বলেন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় টিকে

থাকার জন্য ৭ জানুয়ারি জোরপূর্বক একতরফা নির্বাচন করতে যাচ্ছে। তিনি বলেন, এই একতরফা ডামি নির্বাচনকে না বলার জন্য আমি জনগণের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। ৭ জানুয়ারি কেউ ভোটকেন্দ্রে যাবেন না। আমাদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার জন্য আমরা তাদের (আওয়ামী লীগ) প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করছি। রিজভী বলেন, সরকার আরও লুটপাট ও দুর্নীতিতে লিপ্ত হয়ে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে নির্বাচন আয়োজন করছে।
(ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৩.০১.২০২৪ এলিনা)

৭ জানুয়ারি জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে ভালো নির্বাচনের সাক্ষী হবে বিশ্ববাসী : ওবায়দুল কাদের

এদিকে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, নির্বাচন কমিশন (ইসি) স্বাধীন ও কর্তৃত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারছে বলেই নির্বাচনী আচরণবিধি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। বুধবার দুপুরে রাজধানীর ধানমন্ডিতে দলীয় সভাপতির কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। তিনি বলেন, যেখানেই নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন করা হচ্ছে, সেখানেই নির্বাচন কমিশন ব্যবস্থা নিচ্ছে। সরকারের পক্ষ থেকে কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ বা তাদের কর্তব্য পালনে বাধা দেওয়া হচ্ছে না। আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ ব্যাপারে কঠোর অবস্থানে আছেন।ওবায়দুল কাদের বলেন, বিশ্ববাসী ৭ জানুয়ারি বাংলাদেশে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে একটা ভালো নির্বাচন প্রত্যক্ষ করবে। যেখানে জনমত বিজয়ী হবে। তিনি আরও বলেন, বিএনপি-জামায়াত এখন আন্দোলনে ব্যর্থ হয়ে লিফলেট বিতরণ করছে। তারা ব্যর্থতা ও ভুলের চোরাবালিতে আটকে গেছে। এখান থেকে তারা বের হতে পারছে না। তাদের নেতিবাচক কর্মসূচি, নাশকতা, অবরোধ জনগণ অগ্রাহ্য করেছে। বিএনপি সহিংসতা করবে না বললেও সেটা সত্যি কথা কি না সেটা বলার সুযোগ নেই। কারণ তারা বলে একটা, করে আরেকটা। খবর পাচ্ছি তারা ভেতরে ভেতরে ষড়যন্ত্র করছে। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের দ্বিমুখী ভূমিকার সমালোচনা করে তিনি বলেন, ড. ইউনূসের মামলার রায় প্রসঙ্গে বাংলাদেশের মানবিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল। কিন্তু ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েল যে হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছে সে বিষয়ে কেন কথা বলছে না। তারা ইসরায়েলের বিরুদ্ধে একটা কথাও বলেনি। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৩.০১.২০২৪ এলিনা)

৭ জানুয়ারির নির্বাচন হবে দেশের গণতান্ত্রিক ইতিহাসে একটি মাইলফলক : শেখ হাসিনা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, তিনি ৭ জানুয়ারি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ জাতীয় নির্বাচন চান এবং দেশের গণতান্ত্রিক ইতিহাসে এটি মাইলফলক স্থাপন করবে। তিনি বলেন, জনগণ তাদের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দেবে এবং তাদের বিজয়ী করবে। এটাই আমাদের লক্ষ্য। বুধবার (৩ জানুয়ারি) আওয়ামী লীগের ঢাকা জেলা শাখা কার্যালয় থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে পাঁচটি জেলা ও একটি উপজেলায় দলের নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্যে এ কথা বলেন শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, এই নির্বাচন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অগ্রযাত্রার পথ প্রশস্ত করবে। শেখ হাসিনা বলেন, সবাইকে মনে রাখতে হবে, এই নির্বাচন বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ অনেকেই বাংলাদেশের সঙ্গে অনেক খেলা খেলতে চায়। তিনি বলেন, যারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাস করে না, তারা জয় বাংলা স্লোগান ও বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ নিষিদ্ধ করে, তারা দেশকে ধ্বংস করে দেবে। তিনি বলেন, তারা এ দেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে। সুতরাং আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে, কেউ যেন আর এ ধরনের খেলা খেলতে না পারে তা নিশ্চিত করা। শেখ হাসিনা বলেন, জনগণকে শান্তিপূর্ণভাবে তাদের কাঙ্ক্ষিত প্রার্থীকে ভোট দিতে হবে। এখানে, কেউ কাউকে প্রতিরোধ করতে পারে না। আমি কোনো ধরনের সংঘাত চাই না। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের স্লোগান হচ্ছে, আমি যাকে চাই তাকে ভোট দেব।

শেখ হাসিনা বলেন, সুতরাং দয়া করে আপনার পছন্দ মতো ভোট দিন, তবে আমি কোনো বিশৃঙ্খলা চাই না। কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা যেন না ঘটে এবং সবাইকে সর্বোচ্চ ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে। এ নিয়ে কোনো বিভ্রান্তি থাকা উচিত নয়।সবাই শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দেবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করে তিনি বলেন, আমাদের সেই পরিবেশ বজায় রাখতে হবে। রেললাইনসহ বিভিন্ন ধরনের ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড চালানোর জন্য তিনি আবারও বিএনপি-জামায়াতকে দায়ী করেন। তিনি বলেন, বিএনপি-জামায়াতের অপকর্মের জবাব দিতে হবে বাংলাদেশের জনগণকে। তিনি বলেন, ৭ জানুয়ারির নির্বাচনে আমরা সফল হব এবং জনগণই বিজয়ী হবে।বিএনপি-জামায়াতের নৃশংসতার উপযুক্ত জবাব দিয়ে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রতীক নৌকায় ভোট দিয়ে দলের বিজয় নিশ্চিত করার জন্য তিনি জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।তিনি বলেন, দেশের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে নৌকায় ভোট দেওয়া জরুরি। এটাই আমরা চাই। শেখ হাসিনা বলেন, প্রায় সব আসনেই আওয়ামী লীগের প্রার্থী রয়েছে এবং মনোনয়ন না পাওয়া দলের প্রার্থীদের জন্যও প্রতিদ্বন্দ্বিতা উন্মুক্ত করা হয়েছে। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৩.০১.২০২৪ এলিনা)

মির্জা ফখরুলের জামিনের রুলের শুনানি পিছিয়েছে

প্রধান বিচারপতির বাসায় হামলার ঘটনায় রমনা থানায় করা মামলায় বিরোধী রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের জামিন প্রশ্নে করা রুলের শুনানি এক সপ্তাহ পিছিয়েছে।মির্জা ফখরুলের পক্ষে সময় চেয়ে আবেদন করার পর বুধবার (৩ জানুয়ারি) বিচারপতি মো. সেলিম ও বিচারপতি শাহেদ নূরউদ্দিনের হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন।এর আগে ১৭ ডিসেম্বর রুল শুনানির জন্য ৩ জানুয়ারি দিন নির্ধারণ করেছিলেন হাইকোর্ট। এদিকে বুধবার শুনানির জন্য এক সপ্তাহ সময় চেয়ে আদালতে আবেদন জানান

মির্জা ফখরুলের আইনজীবী ওয়ালী উদ্দিন।রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল বি এম আব্দুর রাফেল। তিনি জানান, ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে জামিন আবেদনকারী পক্ষ সময় চেয়েছেন। আদালত এক সপ্তাহ সময় দিয়েছেন।ক্রম অনুসারে উঠলে আবেদনকারীর পক্ষের আইনজীবী বলেন, ব্যক্তিগত অসুবিধার জন্য চলতি সপ্তাহে না করার জন্য আরজি জানাচ্ছি। তখন আদালত এই আইনজীবীর উদ্দেশে বলেন, কার পক্ষে বলছেন? তখন এই আইনজীবী বলেন, আইনজীবী সগীর হোসেনের পক্ষে।আদালত বলেন, জামিন আবেদন দায়েরকারী আইনজীবী কে? তখন এই আইনজীবী বলেন, সগীর হোসেন। এ সময় আদালত বলেন, তখন এত আর্জেন্সি (তাড়া) দেখালেন, এখন নেই কেন? তখন এই আইনজীবী বলেন, ব্যক্তিগত অসুবিধা। এ সময় রাষ্ট্রপক্ষে ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল বি এম আবদুর রাফেল হলফনামা (রুলের জবাবসংক্রান্ত) দাখিল করেন। পরে আদালত চলতি সপ্তাহের জন্য শুনানি মুলতবি করে আদেশ দেন। মামলাটিতে ২০২৩ সালের ২২ নভেম্বর ঢাকার মহানগর দায়রা জজ আদালতে মির্জা ফখরুলের জামিন আবেদন নামঞ্জুর হয়। এরপর তিনি জামিন চেয়ে ৫ ডিসেম্বর হাইকোর্টে আবেদন করেন। এ মামলায় তাকে কেন জামিন দেওয়া হবে না- তা জানতে চেয়ে ৭ ডিসেম্বর রুল জারি করেন হাইকোর্ট। সেই সঙ্গে এক সপ্তাহের মধ্যে এ রুলের জবাব দিতে বলা হয় রাষ্ট্রপক্ষকে।রুলের শুনানির দিন ধার্য করতে ১৭ ডিসেম্বর আদালতে আবেদন করেন মির্জা ফখরুলের আইনজীবীরা। এর পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্টের একই বেঞ্চ রুল শুনানির জন্য ৩ জানুয়ারি তারিখ ধার্য করেছিলেন। এর ধারাবাহিকতায় বুধবার বিষয়টি কার্যতালিকায় ওঠে। বিষয়টি শুনানির জন্য বেলা ১১টায় সময় ধার্য ছিল।
(ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৩.০১.২০২৪ এলিনা)

কারণ দর্শানোর নোটিশের সংখ্যা প্রায় ৫০০, বেশির ভাগই আচরণবিধি লঙ্ঘনের

বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাত্র পাঁচ দিন আগে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে প্রার্থী বা তাদের প্রচারকর্মীদের বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারির সংখ্যা ৫০০-এর কাছাকাছি পৌঁছেছে।প্রার্থীদের মধ্যে এসব অভিযোগের মধ্যে লক্ষ্মীপুর-১ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান পবন বারবার নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন ও নির্বাচনী অপরাধ করার দায়ে মঙ্গলবার (২ জানুয়ারি) তার প্রার্থিতা বাতিল করা হয়েছে।ইসির এক কর্মকর্তা জানান, মঙ্গলবার পর্যন্ত আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে বিভিন্ন প্রার্থীকে মোট ৪৮০টি কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন।কেউ কেউ স্পষ্টতই একই অপরাধ বারবার করছিলেন এবং তদনুসারে একাধিক, কিছু ক্ষেত্রে কোড লঙ্ঘনের অভিযোগে একাধিক নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ৪৮০টি অভিযোগের সবগুলোই কমিশন নিজেরা তদন্ত করেছে বা শুরু করেছে। এর মধ্যে কমিশন ইতিমধ্যে ৩০৪টি ঘটনার তদন্ত প্রতিবেদন পেয়েছে। এতে এখন পর্যন্ত ১০১ টিরও বেশি ঘটনার বিরুদ্ধে আরও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ইসির বিভাগভিত্তিক তথ্য অনুযায়ী, ঢাকা বিভাগে সর্বোচ্চ ১১৯ জন, রাজশাহী বিভাগে ৭৪ জন, ময়মনসিংহ বিভাগে ৪৯ জন, খুলনা বিভাগে ৪০ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ৩৮ জন, রংপুর বিভাগে ২৯ জন, বরিশালে ২৭ জন, সিলেট বিভাগে ১৬ জন এবং কুমিল্লায় ৬৮ জন ও ফরিদপুরে ২০ জনকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে। প্রার্থিতা বাতিল হওয়া স্বতন্ত্র প্রার্থী পবন যুবলীগের প্রেসিডিয়ামের প্রভাবশালী সদস্য বলে জানা গেছে। ৩০ ডিসেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তাকে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে ফোনকলটির উপর ভিত্তি করে তার পরিণতি নির্ধারণ করে ইসির জুরিবোর্ড। ফোনকলটি অশ্রবণীয়, আপত্তিকর, অশালীন বক্তব্য এবং হুমকি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৩.০১.২০২৪ এলিনা)

নির্বাচন বিরোধী লিফলেট বিতরণের সময় বরিশালে বিএনপির ৮ নেতা-কর্মী আটক

নির্বাচন বর্জন ও অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে বরিশালে বিরোধী রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) লিফলেট বিতরণী কর্মসূচি থেকে দলটির আটজন নেতা-কর্মীকে আটক করেছে পুলিশ। কর্মসূচি চলাকালে পুলিশের লাঠিচার্জে কেন্দ্রীয় নেতা আকন কুদ্দুসুর রহমানসহ ১০-১৫ জন নেতা-কর্মী আহত হয়েছেন বলে দাবি করেছেন দলীয় নেতারা। বিএনপির বরিশাল দক্ষিণ জেলা শাখার আহ্বায়ক আবুল হোসেন খানসহ ৮ জনকে আটক করেছে পুলিশ। তবে পুলিশ লাঠিচার্জের বিষয়টি অস্বীকার করেছে।বুধবার (৩ জানুয়ারি) দুপুর ১২টায় নগরীর অশ্বীনি কুমার হল চত্বরে এই ঘটনা ঘটে। দলের জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য আবু নাসের মোহাম্মদ রহমতউল্লাহ জানান, কেন্দ্রীয় কর্মসূচির আলোকে সদর রোডের দলীয় কার্যালয় থেকে নির্বাচন বর্জন ও অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে লিফলেট বিতরণের জন্য দলীয় নেতা কর্মীরা জড়ো হয়। বিভিন্ন এলাকা থেকেও খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে আসতে থাকে নেতা-কর্মীরা। কিন্তু শুরু থেকেই নেতা কর্মীদের বাধা দিচ্ছিল পুলিশ। পরে নেতা- কর্মীরা লিফলেট বিতরণের জন্য কার্যালয় থেকে বের হওয়ার সময় বাধা দেওয়ার পাশাপাশি লাঠিচার্জ শুরু করে পুলিশ। বিএনপির বরিশাল দক্ষিণ জেলা শাখার সদস্য সচিব আবুল কালাম শাহিন বলেন, নির্বিচার লাঠিচার্জের পাশাপাশি নেতা-কর্মীদের ধরে ধরে গাড়িতে তুলতে থাকে পুলিশ। এ সময় কেন্দ্রীয় সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আকন কুদ্দুসুর রহমানসহ দলের ১৫ থেকে ২০ জন নেতা-কর্মী আহত হন। ঘটনাস্থল থেকে বিএনপির বরিশাল দক্ষিণ জেলা শাখার আহ্বায়ক ও সাবেক এমপি আবুল হোসেন খানসহ ৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশের বেপরোয়া লাঠিচার্জের মুখে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় নেতা-কর্মীরা।বরিশাল কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আরিচুর রহমান বলেন, কোনোরকম পূর্বানুমতি ছাড়াই জড়ো হওয়া নেতা-কর্মীদের সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কোনো সহিংস আচরণ করেনি পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছি আমরা। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৩.০১.২০২৪ এলিনা)

রেডিও তেহরান

নির্বাচন ঘিরে জঙ্গি হামলার ঝুঁকি নেই : সিটিটিসি প্রধান

বাংলাদেশে আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জঙ্গি হামলার আশঙ্কা নেই বলে জানিয়েছেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) অতিরিক্ত কমিশনার ও কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিট প্রধান মো. আসাদুজ্জামান বক্তব্য দিয়েছেন।এ সম্পর্কে ঢাকা থেকে জানাচ্ছেন আমাদের সংবাদদাতা:

আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জঙ্গি হামলার কোনো আশঙ্কা নেই বলে জানিয়েছেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) অতিরিক্ত কমিশনার ও কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) ইউনিট প্রধান মো. আসাদুজ্জামান।

তিনি বলেছেন, এ মুহূর্তে জঙ্গি হামলার কোনো ঝুঁকি নেই, জঙ্গিদের সেই সক্ষমতাও নেই। আমরা প্রস্তুত আছি, কাজ করছি, যাতে করে এ ধরনের কোনো ধরনের অপরাধপ্রবণতা পরিলক্ষিত হলেই আগে থেকেই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি। আজ বুধবার দুপুরে রাজধানীর সেগুনবাগিচায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) নসরুল হামিদ মিলনায়তনে ক্রাবের এক মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজনে যোগ দিয়ে তিনি এ কথা বলেন। সিটিটিসি প্রধান বলেন, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্রে করে কোনো ধরনের জঙ্গি হামলা, জঙ্গিদের মাথাচাড়া বা তাদের তৎপরতা কিংবা কোনো ঝুঁকি আমরা দেখছি না। আমাদের জঙ্গিবাদবিরোধী অভিযান অব্যাহত রয়েছে। গত দু'দিন আগেও নতুন একটি সংগঠনের মূল ব্যক্তিসহ অপারেশনাল কমান্ডারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, যারা নতুন করে সংঘটিত হওয়ার চেষ্টা করছিল(স্বকণ্ঠে) এই ধরনের নাশকতা, এই ধরনের অরাজকতা যারা সৃষ্টি করবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং এগুলো প্রতিহত করার সক্ষমতা এবং এগুলো প্রতিহত করার জন্য আমাদের প্রস্তুতি আছে।

এদিকে, নির্বাচন কমিশনার (ইসি) রাশেদা সুলতানা বলেছেন, যেখানেই অনিয়মের অভিযোগ আসবে সেখানেই আমরা অ্যাকশন নেব। বুধবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে ইসি ভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন।রাশেদা সুলতানা বলেন, আমি মনে করি, নির্বাচনের মাঠ আমাদের নিয়ন্ত্রণে আছে। সাংবাদিকদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, কোনো অনিয়ম পেলে আপনারা (সাংবাদিক) ছবি তোলেন, প্রমাণ দেন, আমরা সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশন নেব। যেখানেই অনিয়ম সেখানেই আমাদের অ্যাকশন। ইতোমধ্যে বিভিন্ন কারণে প্রার্থিতা বাতিলের মতো ঘটনাও ঘটেছে বলে জানান তিনি। (রেডিও তেহরান:২০৩০ ঘ. ০৩.০১.২০২৪, বাদশা রহমান, এলিনা)

প্রচার-প্রচারণায় সরগরম হয়ে উঠেছে ভোটের মাঠ

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন মহলে চলছে যুক্তি, পাল্টা যুক্তি। এ সম্পর্কে ঢাকা থেকে জানাচ্ছেন আমাদের সংবাদদাতা:

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে চায়ের আড্ডায় ফুটছে কথার ফুলঝুরি, চলছে যুক্তি, পাল্টা যুক্তি। ভোটের সময় যত ঘনিয়ে আসছে, গ্রাম গঞ্জের চায়ের দোকানগুলোতে ততোই জমে উঠছে প্রাণবন্ত আড্ডা। চায়ের কাপের ঝড়ে মূর্তিমান হয়ে উঠছে সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা আর রাজনৈতিক ভাবনা। এদিকে প্রার্থীরা দিচ্ছেন উন্নয়নের নানা প্রতিশ্রুতি।

দেশের বিভিন্ন নির্বাচনী আসনে প্রচার প্রচারণায় সরগরম হয়ে উঠেছে ভোটের মাঠ। ব্যক্তি(এক)(স্বকণ্ঠে): শেখ হাসিনা যে প্রার্থী দিয়েছে, এদের মন মত প্রার্থীকে দিয়েছে তাই কলাগাছকে ভোট দিবো। ব্যক্তি(দুই)(স্বকণ্ঠে):আসলে সাধারণ মানুষের বিজয় মনে করছে এই নির্বাচনটা। ব্যক্তি(তিন)(স্বকণ্ঠে): একটা সুষ্ঠু নির্বাচন হোক, নিরপেক্ষ একটা নির্বাচন হোক। নির্বাচন এলেই গুরুত্ব বাড়ে সাধারণ মানুষের। সময়ের এই পরিবর্তনের হিসেব-নিকেশটা কঠিন হলেও, এর সমাধান সাধারণভাবেই করেন প্রান্তিক মানুষ। বেশিরভাগের কেন্দ্রস্থল হয় চায়ের দোকানে আড্ডা। দলীয় মনোনয়ন ও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের জটিল সমীকরণ মেলাতে যখন ব্যস্ত নেতারা, তখন প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির হিসাব মেলাতে চায়ের কাপে ঝড় তোলেন তারা। সুষ্ঠু ভোট নিয়ে শংকা থাকলেও, কেউ কেউ মনে করছেন বিএনপি না এলেও ক্ষতি নেই। এদিকে, প্রার্থীরা দিচ্ছেন উন্নয়নের নানা প্রতিশ্রুতি। কেউবা আবার জনসভায় জনগণ ভাড়া নেয়ার অভিযোগও তুলছেন। ভোটারদের মাঝে আতঙ্ক তৈরি করতে মশাল মিছিল করে রাস্তায় আগুন দিচ্ছে বিএনপি। পাশাপাশি ভোটকেন্দ্রে না যেতে বিতরণ করছে, লিফলেট। তবে যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবেলায় মাঠে রয়েছে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী। এমন পরিস্থিতি দেশের তৃণমূল বিভিন্ন এলাকায়। উপকূলীয় জেলা বরগুনার তালতলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শহিদুল ইসলাম খান বলেছেন, যে কোন পরিস্থিতি মোকাবেলায় বদ্ধ পরিকর তারা (স্বকণ্ঠে):আমাদের প্রত্যেক বিটে ডিউটি অফিসাররা, তারা সার্বক্ষণিক বিটের খোঁজ খবর রাখতেছে। যেকোন পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য আমরা সদা তৎপর আছি। সব মিলিয়ে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে সাধারণ মানুষের রয়েছে নানা ধরণের প্রত্যাশা।

(রেডিও তেহরান:২০৩০ ঘ. ০৩.০১.২০২৪, বাদশা রহমান, এলিনা)

এনএইচকে

প্রচণ্ড ভূমিকম্পে জাপানের ইশিকাওয়া জেলায় ৭৩ জনের মৃত্যু নিশ্চিত করা হয়েছে

নববর্ষের দিনে ৭.৬ মাত্রার ভূমিকম্পের পর মধ্য জাপানে কম্পনের আঘাত এখনও অব্যাহত আছে।সবেচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ইশিকাওয়া জেলায় উদ্ধার অভিযান চলছে, কর্মকর্তারা যেখানে বুধবার সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত ৭৩ জনের মৃত্যু নিশ্চিত করেছেন। ধসে পড়া ভবনের নিচে অনেকেই আটকা পড়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।ইশিকাওয়া জেলার ওয়াজিমা শহরের কর্মকর্তারা বলছেন ২৫টি বাড়ি ভেঙ্গে পড়েছে। ভূমিকম্প থেকে শুরু হওয়া অগ্নিকাণ্ডেও ওয়াজিমায় প্রায় ২০০টি বাড়ি ধ্বংস হয়।কাছাকাছি অবস্থিত সুযু শহরে কর্মকর্তারা ৫০টিরও বেশি বাড়ি পড়ে যাওয়া নিশ্চিত করেছেন।ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলোতে হাজার হাজার মানুষ এখনও আশ্রয় কেন্দ্রে অবস্থান করছেন।হাজার হাজার লোকজনকে বিদ্যুতহীন অবস্থায় কাটাতে হচ্ছে। কিছু এলাকায় পানি সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেছে। এলাকাবাসীরা পানীয় জলের জন্য লাইন দিচ্ছেন।ভূমিকম্প কাদার ধসেরও সৃষ্টি করে, উভয় শহরের প্রধান সড়কগুলোকে যা বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। কিছু রাস্তা বন্ধ রয়েছে।কর্মকর্তারা আগামী ৭ দিন বা আরও বেশি সময় ধরে জাপানি পরিমাপকে ৭ মাত্রার ভূমিকম্পের সম্ভাব্যতা মেনে নেয়ার আহ্বান জনগণের প্রতি জানাচ্ছেন। জাপানি পরিমাপক হচ্ছে ০ থেকে ৭ পর্যন্ত, যার মধ্যে ৭ হচ্ছে সবচেয়ে শক্তিশালী। (এনএইচকে ওয়েব পেজ : ০৩.০১.২০২৪ এলিনা)

ডয়চে ভেলে

ড. মুহাম্মদ ইউনূস শ্রমিকদের ঠকিয়েছেন : পররাষ্ট্রমন্ত্রী

ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কারাদণ্ডের বিষয়ে আইন এবং শাস্তির কারণ উল্লেখ করে পররাষ্ট্র মন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ শ্রমিকদের ঠকিয়েছেন বলেই আদালত তার বিরুদ্ধে এ রায় দিয়েছে । গতকাল (মঙ্গলবার) রাতে সিলেট নগরীর ধোপাদিঘীরপাড়ে সিলেট-১ আসনে তার নির্বাচনি কার্যালয়ে প্রবাসীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন । শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলায় শাস্তিতে নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কারাদণ্ড ও জরিমানা প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন বলেন, ''মুহাম্মদ ইউনূস একজন নোবেল লরিয়েট। আমরা তাকে অত্যন্ত সম্মান করি। পৃথিবীতে অনেক নোবেল লরিয়েটই আছেন যারা অন্যায় করেছেন, ক্রিমিনাল কাজ করেছেন, তাদের শাস্তি হয়েছে। আমাদের নোবেল লরিয়েট ক্রিমিনাল কাজ করেছেন।" তিনি বলেন, ''উনি ওনার লেবারদের পয়সা দেননি। ওদের তিনি ঠকিয়েছেন। সেই জন্য তার বিরুদ্ধে জাজমেন্ট হয়েছে। এটা কোর্টের ব্যাপার। এটা একটা প্রচলিত আইনের হিউজ প্রসেস। উনি সুযোগ পেয়েছেন আইনি লড়াই করার। উনি সুযোগ পেয়েছেন যুক্তিতর্কের। তারপর এভিডেন্সের বেসিসে তারা জাজমেন্ট করেছেন।" ড. ইউনূসের কারাদণ্ডাদেশের ফলে বৈদেশিক সম্পর্ক অবনতি হবে কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ''প্রত্যেক দেশ আইনকে সম্মান করে। এর ফলে কোনো অসুবিধা হবে বলে আমার মনে হয় না।"

শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলায় গত সোমবার ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে ৬ মাসের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। সেই সঙ্গে তাকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে আরও ১৫ দিনের কারাদণ্ড দেওয়া হয় । বিবিসিতে সম্প্রতি প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন প্রসঙ্গে জানতে চাওয়া হলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'বিবিসি একটি মিডিয়া। মিডিয়া অনেক সময় ঝকমারি কিছু করে পাঠক টানতে চায়। তারা প্রায়ই এরকম করে। কিন্তু মিডিয়ার রিপোর্ট দেখে কোনো দেশই তাদের পররাষ্ট্রনীতি ঠিক করে না। সব সরকারই বিচার বিশ্লেষণ করে, ভবিষ্যৎ সম্পর্ক, নিজেদের স্বার্থ ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে তারা সিদ্ধান্ত নেয়।" তিনি বলেন, ''আমাদের লক্ষ্য হলো অবাধ, সুষ্ঠু, স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আয়োজন করা। এটা করতে পারলেই আমরা সফল। আমাদের দেশবাসী কী বললো সেটাই বড় কথা। দেশবাসী যদি নির্বাচনকে গ্রহণযোগ্য মনে করে তবেই আমরা সফল। অন্য কে কী মনে করলো সেটা সেকেন্ডারি বিষয়।"

(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ : ৩.১.২৪ রিহাব)

রেডিও টুডে

জনগণের ভোট চুরি করলে ক্ষমতায় থাকা যায় না : প্রধানমন্ত্রী

আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন আমরা দেশে একটি সত্যিকারের অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন চাই আর বিএনপি চায় কারচুপির নির্বাচন। জনগণের ভোট চুরি করে বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়া ক্ষমতায় থাকার বহু চেষ্টা করেছে কিন্তু জনগণের ভোট চুরি করলে ক্ষমতায় থাকা যায় না এটা প্রমাণিত হয়েছে। কারণ, জনগণের ভোট চুরি করলে জনগণ তা মেনে নেয় না। বুধবার বিকেলে রাজধানীর তেজগাঁওয়ে ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ ভবন থেকে ছয়টি নির্বাচনি জনসভায় ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে এ কথা বলেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী আজ একপর্যায়ে রংপুর বিভাগের গাইবান্ধা জেলা, রাজশাহী বিভাগের রাজশাহী জেলা ও মহানগর, ঢাকা বিভাগের টাঙ্গাইল জেলা এবং চট্টগ্রাম বিভাগের ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা, কুমিল্লা উত্তর কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা ও মহানগর এবং চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলার নির্বাচনি জনসভায় বক্তব্য রাখেন। (রেডিও টুডে : ১৮৪৫ ঘ. ০৩.০১.২০২৪ আসাদ)

পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে আজ ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন আগামী ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠেয় দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে আজ বুধবার তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। তিনি দেশবাসীকে আগামী নির্বাচনে ভোট প্রদান করে নাগরিক দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান। রাষ্ট্রপ্রধান বঙ্গভবনের ক্রেডিনশয়াল হলে ডাকযোগে ভোট দিয়ে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বলেন আসুন নিজে ভোট দেই এবং অন্যকে ভোটদানে উৎসাহিত করি। রাষ্ট্রপতির সহধর্মিনী ড. রেবেকা সুলতানাও পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে দুপুর ১টায় ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। (রেডিও টুডে : ১৮৪৫ ঘ. ০৩.০১.২০২৪ আসাদ)

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সরকার কোনো হস্তক্ষেপ করছে না : ওবায়দুল কাদের

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সরকারের পক্ষ থেকে কোনো হস্তক্ষেপ নেই বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেছেন আচরণবিধি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে নির্বাচন কমিশন। সেখানে আমাদের হস্তক্ষেপের কোনো সুযোগ নেই। বুধবার ধানমন্ডিতে শেখ হাসিনার রাজনৈতিক কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন ওবায়দুল কাদের। নির্বাচনে বিদেশি পর্যবেক্ষক নিয়ে সেতুমন্ত্রী বলেন ১১ দেশের ৮০ জন পর্যবেক্ষক আসবেন। আগামী ৫ জানুয়ারি কমনওয়েলথ এর প্রতিনিধিদের সাথে আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি দল বৈঠক করবে বলেও জানান তিনি।
(রেডিও টুডে : ১৮৪৫ ঘ. ০৩.০১.২০২৪ আসাদ)

বরিশালে লিফলেট বিতরণ কালে বিএনপি'র ৭ নেতা-কর্মীকে আটক করেছে পুলিশ

বরিশালে ভোট বর্জনসহ অসহযোগ আন্দোলনের লিফলেট বিতরণকালে পুলিশের লাঠিচার্জে বিএনপি'র ১০ নেতাকর্মী আহত হয়েছেন। বুধবার সকালে নগরের সদর রোডের আশ্বিনী কুমার হল চত্বরে এই ঘটনা ঘটে। এ সময় বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য আবুল হোসেন খানসহ সাত নেতা-কর্মীকে আটক করে পুলিশ। বরিশাল কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আনিসুল হক সংবাদ মাধ্যমকে বলেন আটকৃতদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। (রেডিও টুডে : ১৮৪৫ ঘ. ০৩.০১.২০২৪ আসাদ)

আদালত বর্জন করা বিএনপিপন্থী আইনজীবীদের ভুল সিদ্ধান্ত : আইনমন্ত্রী

বিএনপিপন্থী আইনজীবীদের আদালত বর্জনের বিষয়ে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন বিএনপিপন্থী আইনজীবীরা আদালত বর্জন করছে এটা নিছক রাজনৈতিক স্ট্যান্টবাজি। এর কোনো মর্মার্থ নেই। বুধবার সকালে ব্রাক্ষণবাড়িয়ায় সাংবাদিকদের করা প্রশ্নের জবাবে এমন মন্তব্য করেন আইনমন্ত্রী। এ সময় আইনমন্ত্রী বলেন আদালত আদালতের কাজ করে যাচ্ছে তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে টেনে আনা বিএনপির ভুল এবং অন্যায়।
(রেডিও টুডে : ১৮৪৫ ঘ. ০৩.০১.২০২৪ আসাদ)

ভোট কেন্দ্রে অনিয়ম হলেই ভোট বন্ধ করে দেয়া হবে : ইসি রাশেদা

নির্বাচন কমিশনার রাশেদা সুলতানা বলেছেন ১৯৯৬ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি ঘিরে যে পরিস্থিতি দেশে হয়েছিল তার পুনরাবৃত্তি চায় না কমিশন। রাশেদা সুলতানা বলেন ভোটকে কেন্দ্র করে যেখানেই অনিয়ম হবে সেখানেই নির্বাচন কমিশন একশনে যাবে। প্রয়োজনে সে কেন্দ্রের ভোট বাতিল করে দেওয়া হবে। বুধবার ইসি কার্যালয়ে সাংবাদিকের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন। ইসি রাশেদা আরো বলেন আমরা চাই একটা নির্বাচন হবে যে সরকারই হোক না কেন যেন সরকার স্থায়ী রূপ নেয়।(রেডিও টুডে : ১৮৪৫ ঘ. ০৩.০১.২০২৪ আসাদ)

ভোটাররা সুষ্ঠু নির্বাচন নিয়ে এখনো সংশয় ভুগছেন : জিএম কাদের

ভোটাররা সুষ্ঠু নির্বাচন নিয়ে সংশয়ে ভুগছেন বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের। তিনি বলেন নির্বাচন কেমন হবে তা আমরা নিশ্চিত ভাবে জানি না। পরিবেশ ঠিক করার জন্য বলা হলেও অনেক জায়গায় তা হচ্ছে না। বুধবার দুপুরে নিজ নির্বাচনি এলাকা রংপুর-৩ আসনে গণসংযোগ শেষে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন। এ সময় তিনি বলেন জাতীয় পার্টির কিছু প্রার্থী দলীয় সিদ্ধান্ত না মেনেই প্রার্থিতা প্রত্যাহার করছেন। এসব ঘটনা উদ্দেশ্যমূলক এবং দলের শৃঙ্খলার পরিপন্থী। (রেডিও টুডে : ১৮৪৫ ঘ. ০৩.০১.২০২৪ আসাদ)

ধাপ্পাবাজির নির্বাচন করে সরকার ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারবে না : মঈন খান

ভুয়া ও ধাপ্পাবাজির নির্বাচন করে সরকার ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারবে না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমটির সদস্য আবদুল মঈন খান। তিনি বলেছেন, এই সংসদ নির্বাচন কোনো গুরুত্ব বহন করে না। যেদিন মনোনয়নপত্র দাখিল হয়েছে সেদিনই তো নির্বাচন হয়ে গেছে। বুধবার দুপুরে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে কৃষক দলের আয়োজনে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন। সমাবেশ শেষে তোপখানা রোডসহ আশপাশের এলাকায় লিফলেট বিতরণ করা হয়। (রেডিও টুডে : ১৮৪৫ ঘ. ০৩.০১.২০২৪ আসাদ)

বাগেরহাট কারাগারে এক যুবদল নেতার মৃত্যু

বাগেরহাটে নাশকতার মামলায় কারাগারে থাকা কামাল হোসেন নামের এক যুবদল নেতার মৃত্যু হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার রাতে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। রাত সোয়া ১১টার দিকে বাগেরহাট জেলা হাসপাতাল নেয়ার পর চিকিৎসকরা তাকে মৃত্যু ঘোষণা করেন। কামাল হোসেন খুলনা মহানগর যুবদলের নির্বাহী কমিটির সদস্য। গ্রেফতারের পর ৫৩ দিন ধরে বাগেরহাট জেলা কারাগারে ছিলেন তিনি। ময়নাতদন্ত শেষে আজ বুধবার দুপুরে কামাল হোসেনের মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়। (রেডিও টুডে : ১৮৪৫ ঘ. ০৩.০১.২০২৪ আসাদ)

উচ্চ আদালতের নির্দেশে প্রার্থীতা ফিরে পেলেন লক্ষ্মীপুরে-১ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী পবন

জেলা প্রশাসকের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ এবং গালি দেয়ার অভিযোগে নির্বাচন কমিশন ভোটের চারদিন আগে লক্ষীপুর-১ আসনের ঈগল প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী ও যুবলীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য হাবিবুর রহমান পবন এর প্রার্থিতা বাতিল করেছিল। তবে একদিন পর সেই আদেশ স্থগিত করেছে উচ্চ আদালত। আদালতের আদেশের ফলে তিনি সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ ফিরে পেয়েছেন। আজ বুধবার বিকেলে হাইকোর্টের বিচারপতি মোহাম্মদ ইকবাল কবির ও বিচারপতি এস এম মনিরুজ্জামানের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এই আদেশ দেন।
(রেডিও টুডে :২১৪৫ ঘ ০৩.০১.২০২৪ আসাদ)

শুক্র ও শনিবার সকল তফসিলি ব্যাংক খোলা রাখার নির্দেশ দিয়েছে ইসি

সংসদ নির্বাচনের ব্যয় নির্বাহের জন্য ৭ জানুয়ারির ভোট গ্রহণের আগের দুই দিন শুক্র শনিবার সব ব্যাংক খোলা রাখার নির্দেশনা দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। সীমিত জনবল দিয়ে ঢাকা ও চট্টগ্রামসহ সকল মহানগর, জেলা-উপজেলা পর্যায়ে তফসিলি ব্যাংক খোলা রাখতে বলেছে ইসি। বুধবার নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের উপ-সচিব আতিউর রহমান স্বাক্ষরিত এ সংক্রান্ত একটি চিঠি বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরকে পাঠানো হয়েছে। (রেডিও টুডে:২১৪৫ ঘ. ০৩.০১.২০২৪ আসাদ)

অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ শান্তিপূর্ণভাবে ভোট সম্পন্ন করার লক্ষ্যে দেশব্যাপী সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েন

আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে আজ থেকে দেশব্যাপী সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েন থাকবে। সেনা সদস্যরা আগামী ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত নির্বাচনি দায়িত্ব পালন করবেন। এর আগে আন্তঃবাহিনী জনশক্তি পরিদপ্তর আইএসপিআর থেকে জানানো হয় নির্বাচন কমিশন ও বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তার লক্ষ্যে সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিনিধিগণ প্রতিটি জেলা বা উপজেলা ও মেট্রোপলিটন এলাকার মূল পয়েন্টসহ অন্যান্য অসুবিধাজনক স্থানে অবস্থান করবেন। উপকূলীয় দুটি জেলা ভোলা ও বরগুনাসহ সর্বমোট ১৯টি উপজেলায় বাংলাদেশ নৌবাহিনী দায়িত্ব পালন করবে। আর বাংলাদেশ বিমান বাহিনী হেলিকপ্টার যোগে দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলের ভোট কেন্দ্রসমূহে প্রয়োজনীয় হেলিকপ্টার সহায়তা প্রদান করবে। (রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ০৩.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

দেশের ৫ জেলা এবং ১ উপজেলায় আজ নির্বাচনি জনসভায় ভার্চুয়ালি অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী

দেশের ৫ জেলা এবং ১ উপজেলায় আজ নির্বাচনি জনসভায় ভার্চুয়ালি অংশ নেবেন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বিকেল তিনটায় রাজধানীর তেজগাঁওয়ে ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয় থেকে তিনি অনলাইনে যুক্ত হবেন বলে জানিয়েছে বাসস। আওয়ামী লীগের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পর্যায়ক্রমে রংপুর বিভাগের গাইবান্ধা জেলা, রাজশাহী বিভাগের রাজশাহী জেলা ও মহানগর ঢাকা বিভাগের টাঙ্গাইল জেলা, চট্টগ্রাম বিভাগের ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা, কুমিল্লা উত্তর দক্ষিণ জেলা ও মহানগর এবং চট্টগ্রাম জেলার সন্দীপ উপজেলার নির্বাচনি জনসভায় বক্তব্য রাখবেন। (রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ০৩.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

ডঃ মুহাম্মদ ইউনুস ক্রিমিনাল কাজ করেছেন : পররাষ্ট্রমন্ত্রী

ডঃ মুহাম্মদ ইউনুস ক্রিমিনাল কাজ করেছেন বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন। তিনি বলেছেন মোঃ ইউনুস আমাদের জাতীয় সম্পদ। তিনি একজন নোবেল বিজয়ী তাকে আমরা অত্যন্ত সম্মান করি। কিন্তু তিনি ক্রিমিনাল কাজ করেছেন। মঙ্গলবার রাতে সিলেটে মতবিনিময় সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। এ সময় তিনি আরো বলেন ডঃ ইউনুস তার শ্রমিকদের ঠকিয়েছেন সেজন্য তার বিরুদ্ধে রায় হয়েছে এটা আদালতের বিষয়। (রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ০৩.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

এটি কোনো নির্বাচন নয়; প্রতারণা মাত্র : রিজভী

ভোট কেন্দ্রে না গিয়ে দেশের জনগণকে ৭ জানুয়ারির নির্বাচন বর্জন করার আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপি'র সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবীর রিজভী। তিনি বলেছেন এটি কোনো নির্বাচন নয়; প্রতারণা মাত্র। সকালে রাজধানীর মতিঝিল এজিবি কলোনি বাজারে নির্বাচন বর্জন ও অসহযোগ আন্দোলন সফল করতে লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ শেষে এসব কথা বলেন রিজভী। এ সময় তিনি আরো বলেন সরকার আরো বেশি টাকা লুট করতে এবং বিদেশে টাকা পাচার করতে আবারও একতরফা নির্বাচন করতে চায়। (রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ০৩.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের জামিন প্রশ্নে রুলের শুনানি এক সপ্তাহ পর অনুষ্ঠিত হবে

গতবছরের ২৮ অক্টোবর বিএনপি'র মহাসমাবেশ চলাকালে প্রধান বিচারপতির বাসভবনে হামলার মামলায় করা দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে জামিন প্রশ্নে রুলের শুনানি এক সপ্তাহ পর অনুষ্ঠিত হবে। মির্জা ফখরুলের এক আইনজীবীর সময় আবেদনের প্রেক্ষিতে বুধবার বিচারপতি মোঃ সেলিম ও বিচারপতি সাহেদ নুরুদ্দিনের হাইকোর্ট বেঞ্চ এই দিন ধার্য করেন। (রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ০৩.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

গাইবান্ধা-৫ আসনের নির্বাচনের দায়িত্ব থেকে ইউএনও এবং ওসিদের সরিয়ে দিতে নির্দেশ

দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে গাইবান্ধা পাঁচ আসনের নির্বাচনের দায়িত্ব থেকে সাঘাটা ও ফুলছড়ির ইউএনও এবং ওসিদের সরিয়ে দিতে নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। বুধবার বিচারপতি মোঃ ইকবাল কবীর ও বিচারপতি এসএম মনিরুজ্জামানের হাইকোর্ট বেঞ্চ এই আদেশ দেন। (রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ০৩.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

উত্তরের তিন জেলায় শুরু হয়েছে মৃদু থেকে মাঝারি শৈত্য প্রবাহ

পঞ্চগড়, দিনাজপুর ও নীলফামারী উত্তরের এই তিন জেলায় শুরু হয়েছে মৃদু থেকে মাঝারি শৈত্য প্রবাহ। এই অবস্থা থাকতে পারে আরো দুই দিন। শুধু উত্তরাঞ্চল নয় দেশের আরও তিন বিভাগের তাপমাত্রা কমেছে। তবে ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগে তাপমাত্রা সামান্য বেড়েছে। আবহাওয়া অধিদপ্তর বুধবার ৭২ ঘণ্টার পূর্বাভাসে এই পরিস্থিতি তুলে ধরেছে। (রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ০৩.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

জাগো এফএম

পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিলেন রাষ্ট্রপতি

পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন। আজ বুধবার দুপুর ১২টায় রাষ্ট্রপ্রধান ও তার স্ত্রী ড. রেবেকা সুলতানা বঙ্গভবনের ক্রেডিনশিয়াল হলে ডাকযোগে ভোট দেন। দেশবাসীর উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি বলেন, 'আসুন নিজে ভোট দেই এবং অন্যকে ভোট দানে উৎসাহিত করি। একজন নাগরিক হিসেবে ভোট দেওয়া প্রত্যেকের দায়িত্ব। ভোটের মাধ্যমে জনগণ তাদের গণতান্ত্রিক রায় দেয়। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নেতৃত্ব নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভোটই হচ্ছে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি। সবার অংশগ্রহণে এ নির্বাচন শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হবে।' গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, আরপিও এর অনুচ্ছেদ ২৭ অনুযায়ী, রাষ্ট্রপতি পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দিতে সক্ষম হন। নিবন্ধিত ভোটার, যারা কারাবন্দি বা আইনি হেফাজতে আছেন, প্রবাসী বাংলাদেশি এবং ভোটগ্রহণ কর্মকর্তারা, যারা অন্য কোনো ভোট কেন্দ্রে নির্বাচনী দায়িত্বে থাকবেন তারা আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।
(জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ০৩.০১.২০২৪ প্রতীক)

জাপানে ভূমিকম্পে হতাহতের ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শোক

জাপানে শক্তিশালী ভূমিকম্পে অর্ধশতাধিক মানুষের প্রাণহানির ঘটনায় দেশটির প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদাকে শোকবার্তা পাঠিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শোকবার্তায় শেখ হাসিনা বলেন, 'সাম্প্রতিক বিধ্বংসী ও শক্তিশালী ভূমিকম্প মোকাবিলায় জাপানের প্রয়োজনে বাংলাদেশ ইশিকাওয়া প্রিফেকচার এবং জাপান সাগর উপকূলের নিকটবর্তী অঞ্চলগুলোকে সম্ভাব্য সব ধরনের সহযোগিতা দিতে প্রস্তুত রয়েছে।' তিনি বলেন, 'বিধ্বংসী ভূমিকম্পের খবর শুনে আমি গভীরভাবে মর্মাহত। আমি বুঝতে পেরেছি সেখানে আরো ভূমিকম্প, আফটারশক এবং সুনামির ঝুঁকি রয়েছে।' ভূমিকম্পে নিহত এবং আহতদের জন্য গভীর সমবেদনা প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'বাংলাদেশ সরকার ও জনগণের পক্ষ থেকে আমি এই কঠিন সময়ে জাপানের জনগণের সঙ্গে আমাদের সংহতি ও বন্ধুত্ব প্রকাশ করছি।' প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন, 'বাংলাদেশ ও জাপান উভয়ই প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ। আমাদের জনগণ প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় সহনশীল এবং এই ধরনের সংকটে সবসময় একে অপরের পাশে দাঁড়িয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদার নেতৃত্বে জাপানও দ্রুত এই সংকট মোকাবিলা করতে সক্ষম হবে।'
(জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ০৩.০১.২০২৪ প্রতীক)

বৃহস্পতিবার জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার, ৪ জানুয়ারি জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আজ বুধবার আওয়ামী লীগে সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান। দলের সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে নিয়মিত এই সংবাদ সম্মেলন করেন তিনি। তিনি বলেন, 'বৃহস্পতিবার আওয়ামী লীগের শেষ জনসভা হতে যাচ্ছে। এদিন শেষার্ধে জাতির উদ্দেশে আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভাষণ দেবেন।' সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী বলেন, 'এ নির্বাচনে ১১ দেশের ৮০ জন পর্যবেক্ষক আসবেন। এরই মধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউট ও ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউটের প্রতিনিধিরা এসেছেন। বিভিন্ন দেশ থেকে ৫০ জন সংবাদকর্মীও আসবেন।' তফসিল অনুযায়ী, এ নির্বাচনে প্রার্থীদের প্রতীক বরাদ্দ হয় ১৮ ডিসেম্বর। সে দিন থেকেই প্রচারণায় নামেন প্রার্থীরা। ৫ জানুয়ারি সকাল ৮টা পর্যন্ত এ প্রচারণা চালানো যাবে। (জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ০৩.০১.২০২৪ প্রতীক)

যেখানে সহিংসতা সেখানেই অ্যাকশন : ইসি রাশেদা সুলতানা

নির্বাচন কমিশনার রাশেদা সুলতানা বলেছেন, 'বিগত দিন থেকে আমাদের একটা অ্যাসেসমেন্ট রয়েছে, হয়ে যাওয়া ইলেকশনটা যেন কোনোভাবেই পোস্টপন্ড না হয়।' আজ বুধবার নির্বাচন কমিশন ভবনে নির্বাচন কমিশনার রাশেদা সুলতানা আরো বলেন, 'আমরা একটা ফেয়ার ইলেকশন চাই যেন সর্বমহলে স্বীকৃত হয়।' এদিকে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যেখানে সহিংসতা হবে সেখানেই নির্বাচন কমিশন অ্যাকশনে যাবে বলে মন্তব্য করেছেন নির্বাচন কমিশনার রাশেদা সুলতানা। নির্বাচন কমিশনার রাশেদা সুলতানা বলেন, 'আমাদের যতগুলো আয়োজন সব আয়োজনের মূল্য উদ্দেশ্য শান্তি শৃঙ্খলার সঙ্গে ভোট পরিচালনা করা। পরিবেশ সুন্দর করার জন্য ও সবাই যাতে অবাধ ও সুষ্ঠভাবে ভোট দিতে পারে সে জন্যই সেনাবাহিনী নামানো হয়েছে। যতটুকু দেখার সুযোগ হয়েছে আমরা বাইরের পরিবেশ দেখেছি। তাতে মনে হয়েছে ভোটের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। যতগুলো সংলাপ করেছি সবাই কিন্তু বলেছে সেনাবাহিনী নামান।' (জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ০৩.০১.২০২৪ প্রতীক)

গণতান্ত্রিক আন্দোলন গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবে : মঈন খান

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. মঈন খান বলেছেন, 'নির্বাচন কমিশন এখন নির্বাচন পরিচালনা করে না, নির্বাচন করে সরকার। ক্ষমতায় থাকতে তারা প্রহসনের নির্বাচন করতে যাচ্ছে। একদলীয় বাকশাল সরকার গঠন করতে তারা বদ্ধ পরিকর। কিন্তু বিএনপি শান্তিপূর্ণ উদারনীতির রাজনীতিতে বিশ্বাসী।' তিনি বলেন, 'বিএনপি সংঘাত ও সন্ত্রাসের রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না। বিএনপি রাজপথে বুলেট মোকাবিলা করবে, শান্তি ভঙ্গ করবে না। বিএনপি দেশের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারের পরিবর্তন আনবে। গণতান্ত্রিক আন্দোলন করে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবে।' আজ বুধবার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে নির্বাচন বর্জন ও অসহযোগ আন্দোলন সফল করতে লিফলেট বিতরণ শেষে এক সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন। ড. মঈন খান বলেন, 'এই ১৫ বছরে সরকার আমাদের ঋণ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করেছে, তার দায়ভার চাপিয়ে দিয়েছে এই দেশের খেটে খাওয়া মানুষের ট্যাক্সের ওপরে। এই টাকা বিদেশে পাচার করে তারা কানাডায় বেগমপাড়া, দুবাই ও মালয়েশিয়াতে সেকেন্ড হোম গড়ে তুলেছে। দেশে রাজনীতির ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। আওয়ামী লীগ ক্ষমতা পেতে মরিয়া। কারণ এই সরকার মেগা দুর্নীতি করে অবৈধ অর্থ-সম্পদ গড়ে তুলেছে। সেসব খবর দেশি-বিদেশি গণমাধ্যমে উঠে এসেছে।'
(জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ০৩.০১.২০২৪ প্রতীক)

ভোটকেন্দ্রে যাবেন না, নির্বাচন বর্জন করুন : রিজভী

ভোট কেন্দ্রে না গিয়ে ৭ জানুয়ারির নির্বাচন বর্জন করার আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। রিজভী বলেন, 'সরকার জোর করে একতরফা নির্বাচন করে দেশটাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। দেশে কোনো নির্বাচন নেই, এখানে জনগণের কোনো ভোটাধিকার নেই, জনগণের কথা বলার স্বাধীনতা নেই। এটি কোনো নির্বাচন নয়, এটি জনগণের সঙ্গে প্রতারণা মাত্র। আপনারা ভোট কেন্দ্রে যাবেন না, এ নির্বাচন বর্জন করুন, তাদের বিরুদ্ধে সবাই এক সঙ্গে রুখে দাঁড়ান।' আজ বুধবার সকালে রাজধানীর মতিঝিল এজিবি কলোনি বাজারে নির্বাচন বর্জন ও অসহযোগ আন্দোলন সফল করতে লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ শেষে তিনি এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, 'সরকার আরো বেশি টাকা লুট করতে, বিদেশে টাকা পাচার করতে আবারো একতরফা নির্বাচন করতে চায়। তারা চায় বাংলাদেশকে আরো লুটপাট করতে। আপনারা দেখছেন একজন এমপি বাংলাদেশে থেকে টাকা লুট করে ইংল্যান্ডে কীভাবে টাকা পাচার করেছেন, তারা এরকম পাচার করতে চায়। ব্যাংক ডাকাতি করে জনগণের টাকা লুট করতে চায়, টাকা লুট ও পাচার করে তারা আরো বেশি সুখে থাকেত চায়।'
(জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ০৩.০১.২০২৪ প্রতীক)

ভোট কেন্দ্রে জঙ্গি হামলার শঙ্কা নেই : সিটিটিসি প্রধান

ডিএমপির কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিট, সিটিটিসি প্রধান অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার মোঃ আসাদুজ্জামান বলেছেন, 'দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট কেন্দ্রে কোনো ধরনের জঙ্গি হামলা, জঙ্গিদের মাথাচাড়া বা তাদের তৎপরতা কিংবা কোনো ঝুঁকি আমরা দেখছি না।' তিনি বলেন, 'আমাদের জঙ্গিবাদ বিরোধী অভিযান অব্যাহত রয়েছে। দুইদিন আগেও আমরা একটি সংগঠনের মূল ব্যক্তিসহ অপারেশনাল কমান্ডারকে গ্রেফতার করেছি, যারা নতুন করে সংঘটিত হওয়ার চেষ্টা করছিল। এই মুহূর্তে জঙ্গি হামলার কোনো ঝুঁকি নেই, জঙ্গিদের সেই সক্ষমতাও নেই।' আজ বুধবার বাংলাদেশ ক্রাইম রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন, ক্র্যাব এর সদস্য ও পরিবারের জন্য ফ্রি মেডিকেল এ্যান্ড ডেন্টাল ক্যাম্প উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। দুপুরে রাজধানীর সেগুনবাগিচায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি, ডিআরইউ-এর নসরুল হামিদ মিলনায়তনে এ মেডিকেল ক্যাম্প আয়োজন করে ক্র্যাব। (জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ০৩.০১.২০২৪ প্রতীক)

৭ জানুয়ারির ভোটে আগুন সন্ত্রাসের জবাব দিতে হবে : প্রধানমন্ত্রী

আগামী ৭ জানুয়ারি ভোটের মাধ্যমে আগুন সন্ত্রাস ও দুর্বৃত্তায়নের জবাব দিতে হবে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, 'ধারাবাহিকভাবে দেশে গণতন্ত্র ও দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকায়

রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনতে পেরেছে আওয়ামী লীগ সরকার। এ কারণে দেশের উন্নয়নে কাজ করার সৌভাগ্য হয় আমাদের। ফলে আজকের বাংলাদেশ, বদলে যাওয়া বাংলাদেশ।' আজ বুধবার রাজধানীর তেজগাঁওয়ে ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ ভবন থেকে ভার্চুয়ালি নির্বাচনি জনসভায় বক্তব্য দেন শেখ হাসিনা। এসময় তিনি এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, 'ক্ষমতায় এসেই আমরা লক্ষ্য স্থির করেছিলাম বাংলাদেশের উন্নয়ন করব, দেশের মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ করব। সেসব বিষয়ে অগ্রগতি লাভ করেছি। দেশে দারিদ্র্যের হার কমানো হয়েছে, মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বাড়ানো হয়েছে, শিক্ষার হার বাড়ানো হয়েছে। মূলত দেশের উন্নয়ন ব্যাপকভাবে করা হয়েছে।' আওয়ামী লীগ সভাপতি এদিন পাঁচ জেলা ও এক উপজেলার নির্বাচনী জনসভায় ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন। এদিন রংপুর বিভাগের গাইবান্ধা জেলা, রাজশাহী বিভাগের রাজশাহী জেলা ও মহানগর, ঢাকা বিভাগের টাঙ্গাইল জেলা এবং চট্টগ্রাম বিভাগের ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা, কুমিল্লা উত্তর-দক্ষিণ জেলা ও মহানগর এবং চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় নির্বাচনী জনসভায় ভার্চুয়ালি অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। (জাগো এফএম : ১৯০০ ঘ. ০৩.০১.২০২৪ প্রতীক)

যেখানেই নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘিত হচ্ছে সেখানেই নির্বাচন কমিশন ব্যবস্থা নিচ্ছে : সেতুমন্ত্রী

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, 'বিএনপি-জামায়াত আন্দোলনে ব্যর্থ হয়ে এখন লিফলেট বিতরণ করছে। তারা ব্যর্থতা ও ভুলের চোরাবালিতে আটকে গেছে। এখান থেকে তারা বের হতে পারছে না। তাদের নেতিবাচক কর্মসূচি, নাশকতা, অবরোধ জনগণ অগ্রাহ্য করেছে।' আজ বুধবার দুপুরে রাজধানীর ধানমন্ডিতে দলীয় সভাপতির কার্যালয়ে প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি বলেন, 'যেখানেই নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘিত হচ্ছে সেখানেই নির্বাচন কমিশন ব্যবস্থা নিচ্ছে। সরকারের পক্ষ থেকে কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ বা তাদের কর্তব্য পালনে বাধা দেওয়া হচ্ছে না। আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ ব্যাপারে কঠোর অবস্থানে আছেন।' ওবায়দুল কাদের বলেন, 'বিএনপি সহিংসতা করবে না বললেও সেটা সত্যি কথা কিনা সেটা বলার সুযোগ নেই। কারণ তারা বলে একটা, করে আরেকটা। খবর পাচ্ছি তারা ভেতরে ভেতরে ষড়যন্ত্র করছে।'
(জাগো এফএম : ১৯০০ ঘ. ০৩.০১.২০২৪ প্রতীক)

বৃহস্পতিবার তথ্য অধিদফতরের মিডিয়া সেল উদ্বোধন করবেন সিইসি

বৃহস্পতিবার, ৪ জানুয়ারি উদ্বোধন হচ্ছে তথ্য অধিদফতরের মিডিয়া সেল। প্রধান নির্বাচন কমিশনার, সিইসি কাজী হাবিবুল আউয়াল এর উদ্বোধন করবেন। আজ বুধবার তথ্য অধিদফতরের উপ-প্রধান তথ্য অফিসার মোস্তফা কামাল পাশা স্বাক্ষরিত চিঠিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, '৪ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টায় হোটেল সোনারগাঁওয়ের সুরমা হলে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে তথ্য অধিদফতরের মিডিয়া সেল উদ্বোধন করা হবে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল এ সেল উদ্বোধন করবেন।'
(জাগো এফএম : ১৯০০ ঘ. ০৩.০১.২০২৪ প্রতীক)

দ্রুতই শেষ হবে বকশীবাজার মসজিদের নির্মাণ কাজ : মেয়র তাপস

দ্রুতই নির্মাণকাজ শেষ করে বকশীবাজার জামে মসজিদ নামাজ আদায়ের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র শেখ ফজলে নূর তাপস। আজ বুধবার দুপুরে বকশীবাজার জামে মসজিদের নির্মাণকাজের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি। মেয়র তাপস বলেন, 'মসজিদ কমিটি, ইমাম সাহেব, খতিবসহ উনারা নকশা দেখে দিয়েছেন। নকশা পছন্দ করার পরই আমরা বাকি কাজ শুরু করি। উনাদের মতামতের ভিত্তিতে আমরা এটার আটতলা পর্যন্ত ভিত্তি করেছি। এরকম একটি মসজিদ নির্মাণ করতে দীর্ঘ সময় লেগে যায়। আমরা ঠিকাদার নিয়োগ করেছি। তিনি আরো বলেন, 'আজ থেকে শুরু করে ২০২৫ সালের নভেম্বরের মধ্যে যেনো পাঁচতলার পুরোটা নির্মাণ করে উন্মুক্ত করে দিতে পারি, সেভাবেই ঠিকাদারকে নির্দেশনা দিয়েছি। প্রাথমিকভাবে আমরা পাঁচতলা পর্যন্ত করছি। কারণ দ্রুত মসজিদটি নির্মাণ করে মুসল্লিদের জন্য সম্পূর্ণভাবে খুলে দিতে চাই। যদিও নিচতলার কাজ সম্পন্ন করার পরপরই আমরা মুসল্লিদের জন্য খুলে দিতে পারবো, ইনশাআল্লাহ।'
(জাগো এফএম : ১৯০০ ঘ. ০৩.০১.২০২৪ প্রতীক)

নির্বাচন সুষ্ঠু হওয়া নিয়ে ভোটাররা সংশয়ে আছেন : জি এম কাদের

নির্বাচন সুষ্ঠু হওয়া নিয়ে ভোটাররা সংশয়ে আছেন বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের। তিনি বলেন, 'অতীতে নির্বাচন ভালো হয়নি, এবারে সুষ্ঠু নির্বাচনের কথা বলা হয়েছে। দেখা যাক, শেষ পর্যন্ত কী হয়? এখনো কিছু বলা যাচ্ছে না পরিবেশ কেমন থাকে। পরিস্থিতি বুঝে সিদ্ধান্ত নেব।' আজ বুধবার দুপুরে নিজ নির্বাচনি এলাকা রংপুর-৩ আসনের বুড়িরহাট রোডে গণসংযোগ শেষে সাংবাদিকদের জিএম কাদের এসব কথা বলেন। এর আগে তিনি রংপুর কমিউনিটি মেডিকেল কলেজের চিকিৎসক ও স্টাফদের সঙ্গে মত বিনিময় সভা করেন। শেষ পর্যন্ত জাতীয় পার্টি নির্বাচনে থাকবে কি-না এমন প্রশ্নের জবাবে জি এম কাদের বলেন, 'আমরা শেষ পর্যন্ত থাকার চেষ্টা করছি। আমরা নির্বাচন কমিশনের সুষ্ঠু নির্বাচনের অঙ্গীকারের প্রেক্ষিতে এই নির্বাচনে অংশ নিয়েছি। তবে ইতোমধ্যে কিছু কিছু জায়গায় এর ব্যত্যয় ঘটছে।' (জাগো এফএম : ১৯০০ ঘ. ০৩.০১.২০২৪ প্রতীক)

ডিএমপির মাদক বিরোধী অভিযানে রাজধানীতে ১৯ জন গ্রেফতার

রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে মাদক বিক্রি ও সেবনের অভিযোগে ১৯ জনকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের বিভিন্ন অপরাধ ও গোয়েন্দা বিভাগ। গ্রেফতারের সময় তাদের হেফাজত থেকে ৮৫৯ পিস ইয়াবা, ১০ কেজি ২৫০ গ্রাম গাঁজা, ৭৮ গ্রাম হেরোইন ও ২০ পিস ইনজেকশন উদ্ধার করা হয়। ডিএমপির নিয়মিত মাদক বিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবে মঙ্গলবার সকাল ছয়টা থেকে আজ সকাল ছয়টা পর্যন্ত রাজধানীর বিভিন্ন থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে মাদকদ্রব্য উদ্ধারসহ তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়। আজ বুধবার ডিএমপির মিডিয়া শাখা থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে। গ্রেফতার ১৯ জনের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে ১৩ টি মামলা রুজু হয়েছে। (জাগো এফএম : ১৯০০ ঘ. ০৩.০১.২০২৪ প্রতীক)

BBC

BLASTS NEAR IRAN GENERAL'S TOMB KILL 73 - STATE TV

At least 73 people have been killed by two bomb explosions near the tomb of Iranian general Qasem Soleimani on the fourth anniversary of his assassina-tion by the US, Iran's state media report. State broadcaster Irib said another 171 people were wounded when the blasts hit a procession near the Saheb al-Zaman mosque in the southern city of Kerman. It cited Kerman's deputy governor as saying it was a terrorist attack. A video circulated online appeared to show several bodies on a road. Hundreds of people were repor-tedly walking towards the tomb on Wednesday as part of a ceremony to commemorate Gen Soleimani, who was killed in a US drone strike in neigh-bouring Iraq in 2020. (BBC Web Page: 03/01/24, FARUK)

HAMAS LEADER'S ASSASSINATION SPARKS WIDER WAR FEARS

The shadows stretching across the Middle East and beyond, since the start of the Israel-Gaza war, are now longer and darker with the killing of senior Hamas leader Saleh al-Arouri in Leba-non. Arouri, a deputy political leader of Hamas, was killed in a drone strike in southern Beirut. He was a key figure in the Izzedine al-Qassam Brigades, Hamas's armed wing, and a close ally of Ismail Haniyeh, the Hamas leader. He had been in Lebanon acting as a co-nnection between his group and Hez-bollah. (BBC Web Page: 03/01/24, FARUK)

BLASTS HEARD OVER RUSSIAN CITY AND OCCUPIED CRIMEA

Russian officials say they have foiled a Ukrainian attack on a border city as the aerial war between the two nations co-ntinues to intensify. The officials said a dozen missiles were downed before they could reach Belgorod, where 25 people were killed on Saturday. Ukraine has not commented. The attacks come after Russia launched its biggest aerial bombardment yet. Ukraine's President Volodymyr Zelensky says Russia has used some 300 missiles and 200 drones over five days. (BBC Web Page: 03/01/24, FARUK)

NORTH INDIA SHIVERS AS COLD WAVE INTENSIFIES

A severe cold wave has gripped parts of northern India, with temperatures falling below -5C in Indian-administe-red Kashmir. Several regions, including India's capital, Delhi, get enveloped in a thick layer of fog in early mornings and at night. Poor visibility has also caused disruptions in flight and train services, making it difficult for people to travel. India's weather department has said that the cold wave is likely to persist for the next couple of days. Dropping temperatures and dense fog have also disrupted train schedules in several regions of northern India. Delhi has also been reeling under a cold wave. (BBC Web Page: 03/01/24, FARUK)

HAMAS LEADER SAYS TWO COMMANDERS KILLED IN BEIRUT

The leader of Hamas, Ismail Haniyeh, has just issued a statement confirming that two senior commanders from its armed wing have been killed in Beirut alongside Saleh al-Arouri. He names the pair of al-Qassam Brigades comm-anders as Samir Fendi and Azzam al-Aqra, adding that others were killed too, without giving any more names or numbers of the dead. A separate Hamas statement also reported the killings of four other men, taking the total death toll from the attack to seven. In his

sta-tement, Haniyeh condemned their "cowardly" killing, as well as accusing Israel of violating Lebanon's sovere-ignty and escalating the ongoing con-flict.
(BBC Web Page: 03/01/24, FARUK)

ISRAEL TO FIGHT S AFRICA GENOCIDE CLAIM IN COURT

Israel will fight South Africa's claim that it is committing genocidal acts in Gaza at the International Court of Justice, an Israeli spokesman has said. "History will judge you, and it will judge you without mercy," Eylon Levy said, addre-ssing South African leaders. South Africa filed the case at the ICJ on Friday, to Israel's outrage. South Africa is a staunch supporter of the Palesti-nians and has repeatedly condemned Israel since the start of the war with Gaza on 7 October.
(BBC Web Page: 03/01/24, FARUK)

TURKEY HOLDS 34 ON SUSPICION OF SPYING FOR ISRAEL

Turkey says it has seized 34 people who are alleged to have been involved in spying and planning abductions for Israel's Mossad intelligence agency. Officials said 57 addresses were raided in Istanbul elsewhere and they were still searching for 12 more suspects. There was no immediate comment from Israel, but relations between the two countries have declined dramatically during Israel's war with Hamas. Interior Minister Ali Yerlikaya shared video of Operation Mole taking place.
(BBC Web Page: 03/01/24, FARUK)

UN PEACEKEEPERS ON LEBANON BORDER IMPLORE TO CEASE FIRE

The United Nations peacekeeping mission in Lebanon says it's deeply concerned by any potential escalation in tensions following a strike in Beirut that killed a top Hamas leader. Unifil (United Nations Interim Force in Lebanon) is responsible for monitoring the Blue Line, the unofficial frontier between Lebanon and Israel. Spokes-person Kandice Ardiel says: "We con-tinue to implore all parties to cease their fire, and any interlocutors with influence to urge restraint." Israel and Hezbollah, which is backed by Iran, have been firing at each other on a regular basis since the Gaza war began in October. (BBC Web Page: 03/01/24, FARUK)

EGYPT STANDS BY SOMALIA AMID ROW WITH ETHIOPIA

Egypt's President Abdul Fattah al-Sisi has pledged support for Somalia amid a row with Ethiopia over a sea access deal with Somaliland. Ethiopia on Monday signed a deal to utilize one of the seaports of Somaliland, drawing criticism from Somalia. Somalia, which considers Somaliland parts of its territory, has condemned the deal, terming it an act of aggression and a violation of its sovereignty. Somaliland seceded from Somalia in 1991 but is not internationally recognized as an in-dependent state.
(BBC Web Page: 03/01/24, FARUK)

UGANDAN HELICOPTER GUNSHIP CRASHES INTO HOUSE

A Ugandan military helicopter gunship has crashed into a house in the wes-tern Ntoroko district, killing the entire crew and a person at the house, army spokesman Brig Gen Felix Kulayigye has said. The cause of the accident is unclear. The helicopter crashed on Tue-sday, near the border with the Demo-cratic Republic of Congo. The Ugandan army has been conducting airstrikes against the Islamic State-linked Allied Democratic Forces (ADF) militants, who have carried out several attacks in Ntoroko. President Yoweri Museveni has called for the activation of para-military local defence units to support the army in fighting the militants.
(BBC Web Page: 03/01/24, FARUK)

:: The End ::